হাওয়ার্ড ফাস্ট

দি টল হান্টার

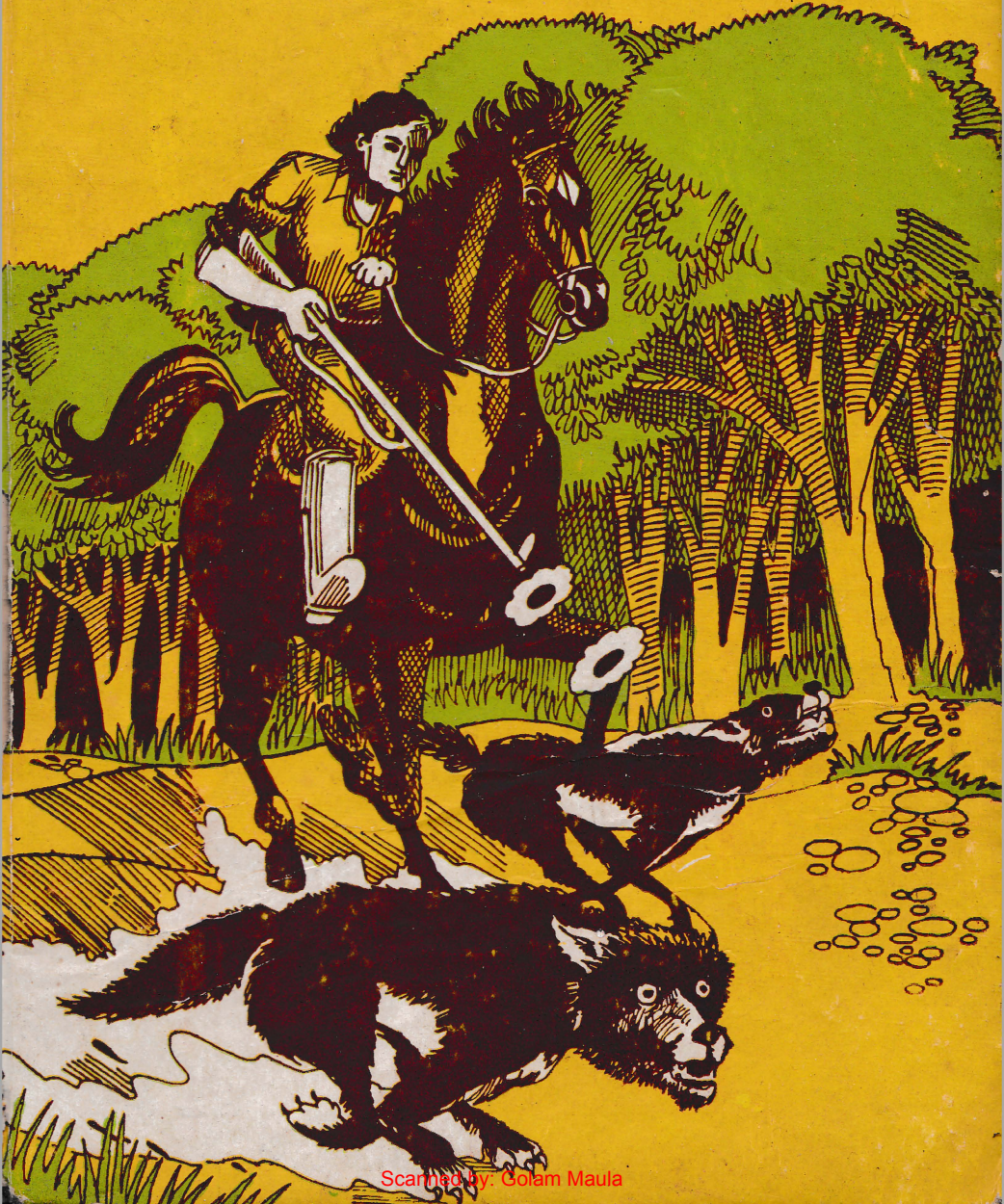

Scanned by: Golam Maula

দি টল হাণ্টার

হাওয়ার্ড ফাস্ট

ইতিহাস লাইব্রেরী
১৫/১ কাঠেরপুল লেন, ঢাকা

Scanned by: Golam Maula

সে অনেকদিন আগেকার কথা। আমার ঠাকুরদার দাদু, বাড়ীর সবচেয়ে ছোট ছেলে, নাম ছিল তার রির্চাড হ্যামন্ড। একমাথা ঝাঁকড়া চুল কাঁধ পর্যন্ত নামান, বুনো লতার মত। শান্ দেওয়া ছুরির মতো ঝক্ ঝকে উজ্জ্বল দুটি চোখ। চওড়া বুক। বলিষ্ঠ পেটা চেহারা। তার সাথে মারামারি করে বা কুস্তি লড়ে কেউ কখনো পেরে ওঠেনি।

সবসময় তাঁর পরনে থাকত একটা লম্বা আঁটো পাতলুন্। এই পোশাক পড়ে তিনি যে কত পথ পাড়ি দিয়েছেন পায়ে হেঁটে, তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই।

চুপ্‌চাপ্ থাকার মানুষ ছিলেন না তিনি, হতাশা বলে জানতেন না কিছু। হাসতেন হা হা করে। সেই অদ্ভুত হাসির শব্দে তার আশপাশে লোক যেত জমে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, কিছুক্ষণ পরে তারাও তার সাথে হাসতে শুরু করে দিত।

তারা ছিলেন পাঁচ ভাই। ভাইদের মধ্যে তিনিই ছোট। সবচেয়ে সুন্দর বলত কেউ কেউ। তিনি ছিলেন মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মত একজন ভাল মানুষ। পাঁচ ভাই একসঙ্গে থাকতেন। সেই সময় এরকমই ছিল ব্যবস্থা, পরিবারের সবাই একসঙ্গে থাকতেন।

সেই সময়, বলতে গেলে আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে সব মানুষরাই ছিল অন্যরকম। আমাদের দেশ—এই আমেরিকার বয়স তখন অল্প। বিশাল বিশাল প্রাসাদ আর আকাশছোঁয়া বাড়ী তৈরি হত কম। কলকারখানা ছিল না বেশী। চাষবাস করতো প্রায় সব লোক। গাছ কাটা হত বেশি লাগান হত কম। মানুষরা পেটপুরে খেতে পেত আর কঠিন পরিশ্রম করত।

সে আমলে পৈত্রিক সম্পত্তির মালিক হত বাড়ীর বড় ছেলে। সম্পত্তি যদি পরিমানে বেশী হত, তাহলে বড় ভাই ছোট ভাইদের

Scanned by: Golam Maula

বিয়ে থা করে তার সাথেই থাকতে বলত। খাওয়া পরার তো অভাব ছিল না তখন।

কেউ কেউ রাজী হত এই প্রস্তাবে, আবার কেউ কেউ হত না। রাজীই বা হবে কেন বল। তাদের বুক ভরা ছিল সাহস আর আত্ম-বিশ্বাস। চোখে নতুনকে জয় করবার নেশা। তিন হাজার মাইল বিস্তৃত এক দেশ। বিশাল ঘন জঙ্গল। যতদূর চোখ যায় দিগন্ত বিস্তৃত ভূমি আর জঙ্গল। জঙ্গল ভরা বন্য জন্তু। আর জঙ্গলের মাঝে মাঝে বাস করে আদিবাসী আর রেড ইন্ডিয়ানরা। জয় করবার জন্য চোখের সামনে রয়েছে এক বিরাট দেশ। জঙ্গলের বিশালত্ব ভাষার প্রকাশ করা কঠিন। চোখে না দেখলে কল্পনাও বোধ হয় করা যায় না। তখনকার দিনে সভ্য মানুষদের অধিকাংশ বাস করত সাগরপারের দেশে। তারা এই দেশকে বলতে নদী আর ঝর্ণার দেশ। ভবিষ্যত মানুষদের জন্য এই বিরাট জঙ্গলময় দেশ দেখাত এক বিরাট স্বপ্ন।

আমার ঠাকুরদার দাদুর তখন বছর আঠারো বয়স। অজানা এক আহ্বান এসে পৌঁছাল তাঁর কানে। আমার কোন সম্পত্তি নেই—করার কিছু নেই ভেবে ঘরকুনো হয়ে চুপচাপ বসে থাকবার লোক ছিলেন না তিনি। বুক ভরে নিশ্বাস নেবার মতো মুক্ত বায়ু এবং ঐ বিস্তীর্ণ জঙ্গলময় ভূমি তো কেউ কেড়ে নেয় নি। তিনি নিজেই একদিন ঠিক করে ফেললেন না আর নয়—আজ থেকে আমি মুক্ত, বেরিয়ে পড়ব।

তার সবচেয়ে বড় ভাই এডমন্ড—পুরোদস্তুর সংসারী। তিনি রাজী হলেন না, ছোট ভাইকে ডেকে বারণ করলেন। তৈরী করে দিতে চাইলেন আলাদা ঘরবাড়ি, বে-থা দিতে চাইলেন। চাষবাসের জমি দিতে চাইলেন ত্রিশ চল্লিশ বিঘা।

ত্রিশ চল্লিশ বিঘা জমির কথা শুনে চোখ কুঁচকোলেন আমার ঠাকুরদার দাদু, তারপর হেসে উঠলেন হো হো করে। চোখের দৃষ্টি স্থির পশ্চিমদিকে, জঙ্গলের পানে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি। বিশাল সবুজ বনভূমি অপেক্ষা করে আছে—কে তাকে হাসিল করে ঘর সংসার পাতবে। ত্রিশ থেকে থেকে বাড়িয়ে ষাট বিঘা জমি দিতে চাইলেন তার দাদা। কিন্তু তা শুনেও আমার ঠাকুরদার দাদুর হাসি আর থামে না। কি আর করবেন—বিরক্ত হয়ে এডমন্ড বললেন—তুই একটা গোবর গণেশ—অবুঝ, মাথায় নেই বুদ্ধি এক ফোঁটা—একটা গাধা।

Scanned by: Golam Maula

যে সময়ের কাহিনী এটা তখন সময়টা ভালো ছিল না মোটেই—বড্ড খারাপ। আমাদের পুরোনো মাতৃভূমি ছিল ইংল্যান্ড—রাজা জর্জের অধীনে। এদিকে এই আমেরিকায় নতুন এক দুনিয়ায় এক নতুন জাতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। যারা রাজাকে মানতে চায় না, অধীনতা স্বীকার করে না, শাসন মানে না। দুনিয়ার অন্য সব রাজার মতো রাজা জর্জও একজন প্রতাপশালী বিচক্ষন রাজা। কাজেই আমাদের দেশ সম্পর্কে ইংলন্ড এবং তার রাজা বড় বেশী চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

কিছুকাল আগে ফরাসীদের সঙ্গে আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের এক জোর লড়াই হয়ে গেছে। ফরাসীদের মিত্র হিসাবে ইংলন্ডও যোগ দিয়েছিল রেড ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে। ইংল্যান্ড দেখছে একটা করে করে অনেক দেশ ফরাসী সাম্রাজ্যের হাতছাড়া হয়ে গেল। ধীরে ধীরে স্বাধীনতার চেতনা ছড়িয়ে পড়ছে এই উপনিবেশেও, ইংল্যান্ড শাসিত দেশে। রেড ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ করে ইংল্যান্ড তার শক্তি সমাবেশ ঘটাল সমতলের এই নতুন জাতির বিরুদ্ধে। মুক্ত জাতি এই পরাধীনতা স্বীকার করতে পারে না, তারাও বিদ্রোহ ঘোষনা করল। বিদ্রোহ করে অধীনতা পাশ ছিন্ন করে এক নতুন দেশ গড়তে চাইল।

Scanned by: Golam Maula

স্বাধীনতার লড়াই করবার জন্য এক বিশাল মুক্তি সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছে। আমার ঠাকুদার দাদুর অঞ্চল হলো পাহাড়ের পেছনে এখানে অবশ্য সেরকম কোন মুক্তি ফৌজ গড়ে ওঠেনি। এখানকার মানুষেরা অস্ত্রে শান দিয়ে বন্দুক মুঠিতে চেপে দরজা জানালা বন্ধ করে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা চালাত।

আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা তখন থাকতেন ভার্জিনিয়া নামে একটা সুন্দর জায়গায়। বিরাট চমৎকার দেশ। তখন তিনি এই সব লড়াই নিয়ে মাথা ঘামাতেন না—অবশ্য তার লড়াই করবার দরকার তখন হয়নি। প্রাণ যা চায় তাই করো—জঙ্গলে ভর্ত্তি শিকার, খাবার কোন অভাব নেই।

ফুর্তিতে মজা করে কাটাবার মতো কোন কিছুর অভাব ছিল না ভার্জিনিয়ায়। অঢেল সময়। মন চায় ঘোড়ায় চেপে এক চক্কর ঘুরে এসো—না হলে খুশিমতো পায়ে হেঁটে বেড়াও, জঙ্গলে শিকার করো সরাইখানায় আড্ডা মারো—অন্যদের কাছ থেকে নানা অভিজ্ঞতার গল্প শোনো। না আছে কোন কিছুর অভাব—না আছে বারণ করবার কেউ।

ঠাকুরদার ঠাকুরদা ঘোড়ায় চেপে জঙ্গলে যেয়ে শিকার করতে বেজায় ভালোবাসতেন—সঙ্গে থাকত একটা মস্ত শিকারী কুকুর। এতো গেল দিনের বেলার কাজ, সন্ধ্যা হলেই চলে আসতেন গাঁয়ের সরাইখানায়। জমে উঠত জমাট আড্ডা। নানাদেশের লোকের কাছ থেকে শুনতেন তাদের দেশের গল্প, নানান অভিজ্ঞতার কথা। আজ আর ভার্জিনিয়ার তেমন ধরনের সরাইখানা আর অমন আড্ডা চোখে পড়ে না।

ঐ সময় অভাব বলে কোন কথা জানা ছিলো না কারও—খুশিমতো দীর্ঘ সময় ধরে চলবার মতো শক্ত দুখানি পা—খাবার সংগ্রহ করার জন্য একটা বন্দুক আর বারুদের পুটলি, আর নতুনকে জানবার জন্য শক্ত মন আর সাহস ছাড়া আর কিছুরই দরকার হতো না তাদের।

আজকের মতো তখন সব জায়গায় অতিথিশালা ছিল না। কিন্তু অজানা লোককে আতিথ্য দেবার বাড়ীর অভাব ছিল না। কোন বাড়ীর জানালা খোলা আর চিমনিতে ধোঁয়া দেখলেই বোঝা যেত থাকা খাওয়ার আশ্রয় মিলবেই এখানে।

সরাইখানাগুলোর পেছনে থাকতো মস্ত উঠোন। সেখানে শক্ত মতো একটা খুঁটি পুঁতে তার গায়ে গুলি ছোড়ার প্রতিযোগিতা হতো। আজকের দিনেও গুলির টিপ পরীক্ষা করার জন্য যেমন করা হয়।

Scanned by: Golam Maula

নিখুঁত গুলি ছোঁড়ার জন্য একটা চাপাগর্ব ছিল ভার্জিনিয়ার মানুষদের। পেনসিলভানিয়ার তৈরী একটু লম্বাটে ধরনের বন্দুক ব্যবহার করত তারা। এই বন্দুকের গুলিও ছিল একটু অন্য রকমের —ছোট্ট মতো গোল ধরনের।

কোন নতুন জায়গা থেকে কেউ পরদেশী সরাইখানায় এলেই—দিনের আলোর রেশ মাত্র থাকলেও তারা তাকে গুলি ছোঁড়ার প্রতিযোগিতায় আহ্বান জানাতো।

উঠোনে পোঁতা খুটিটায় ঠিক মাঝখানে একটা গোল চকচকে টিনের চাকতি লাগিয়ে দেওয়া হতো। প্রায় একশ ফুট দূর থেকে টিপ করে ঐ টিনের চাকতিটায় গুলি লাগাতে হতো, ব্যাপারটা মোটেই খুব সহজ নয়। অতটা দূর থেকে একটা ছোট্ট টিনের চাকতিতে গুলি লাগাতে হলে বেশ এলেমের দরকার। পরদেশী আগন্তুক যদি ঠিক মতো চাকতিটায় গুলি লাগাতে পারতো—তাহলে তার প্রতিযোগিতা জেতার সম্মানে সারারাত ধরে চলতো পান ভোজন আর হৈ হৈ হল্লা হুল্লোড়। কোন কিছু জয় করবার কৃতিত্বই ছিলো তাদের কাছে সবচেয়ে খুশীর আর পবিত্র জিনিস।

একদিন শেষ বিকালে—সরাইখানায় চলছে জমাট আড্ডা, ঠাকুরদার ঠাকুরদাও খোসমেজাজে বেশ জমিয়ে তুলেছেন। চারদিকের বাতাস ঘরে তৈরী মদের গন্ধে মৃ মৃ করছে। এই সময় এক পরদেশী এসে হাজির। দেখলেই বোঝা যায় দীর্ঘ পরিশ্রমে ক্লান্ত। পিঠের গাঁটরিটা নামিয়ে রেখে বললেন তিনি—আজকের রাতটা এখানেই কাটাতে চাই। আঃ, আর এখনই যদি এক পেয়ালা গরম চা পাওয়া যেত।

বেশ ছোট খাট কিন্তু শক্ত সমর্থ চেহারার মানুষ। কথাবার্তা আর দেখলেই বোঝা যায় স্বভাবটা বেশ নরম। গায়ের রং আর চেহারার দিকে না তাকিয়ে মানুষ হিসাবে বিচার করলে তোমাদেরও তাকে নিশ্চয়ই ভালো লাগতো।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন মানুষটা—চলাফেরার ধরণটা হরিণের মতো। বেড়ালের মতো সন্তর্পণে আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। হাঁটার সময় পায়ের পেশীগুলো সাপের মতো নড়ে চড়ে উঠছিল। চোখ দুটো উজ্জ্বল ঝকঝকে—চোখের মণির রং সন্ধ্যার আকাশের মতো, গাঢ় নীল। চোখে মুখে পরিষ্কার সততার ছাপ। সবার দিকে সোজাসুজি চোখে তাকাছিলেন—সে যে কেউই হোক না কেন।

Scanned by: Golam Maula

চা এসে গেল। একটা আরাম কেদারায় পা ছড়িয়ে গা এলিয়ে বসে গরম চায়ে চুমুক লাগাতে লাগলেন পরম আরামে। দেখলে মনে হয় ঐ আরাম যেন কতকাল উপভোগ করা হয়নি তার। সরাইখানার সবার দৃষ্টি তার দিকে। কোন কথা না বলে চুপচাপ বসে রইলেন তিনি। মনে হয় কম কথা বলাই তার স্বভাব। কেউ তাকে বিরক্ত করলো না—ইচ্ছে না থাকলে কারো সাথে কথা বলা এদেরও স্বভাব নয়।

তখনও নিভে আসেনি দিনের আলো। দু একজন সাহস করে এগিয়ে এসে প্রথা অনুযায়ী গুলি ছোঁড়ার প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করল। যে হারবে তাকে পয়সা খরচ করে সবাইকে খাওয়াতে হবে। একজন এই গুলি ছোঁড়ার প্রতিযোগিতার খুব ভক্ত সে অতি উৎসাহে প্রস্তাব করলো আগন্তুক ইচ্ছে করলে আমার হাতের তালু লক্ষ্য করেও গুলি ছুঁড়তে পারে।

এটা কিন্তু ঠাট্টা করা বা কাউকে ঠকিয়ে বিপদে ফেলার জন্য নয় —এ মনোবৃত্তি তাদের ছিলো না। তারা এ প্রস্তাবটা বন্ধুভাবেই করেছিলো।

'সত্যি কথা বলতে কি বন্দুক ছোঁড়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছি', পরদেশী জবাব দিলেন, ঘুমে তার দুচোখ যেন ভেঙ্গে আসছে।

'আমাদের এখানকার প্রতিযোগিতাও অবশ্য একটু কঠিন,'—এরা আস্তে আস্তে জানাল।

'ও আচ্ছা—ঠিক আছে, একবার চেষ্টা করা যাক,'—ওঁর ঠোঁটে মৃদু হাসির ঝিলিক খেলে গেল।

ধীরে ধীরে সবার সাথে উঠোনের দিকে এগিয়ে চলেন পরদেশী আগন্তুক। এমনকি সাথে হাঁটা দেয় পরিচারিকেরা এবং সরাইখানার মালিকও। একজন দৌড়ে যেয়ে খুটির মাথায় একটা নতুন টিনচাকতি লাগিয়ে দিল।

দিনের আলো মরে এসেছে—সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। অস্তগামী সূর্যের লাল আলোয় রঙীন হয়ে উঠেছে গাছের পাতা আর ভার্জিনিয়ার কালো মাটি। পশ্চিম আকাশে যেন আগুন ধরে গেছে। গুলি চালাবার জায়গা থেকে টিনচাকতিটা ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না।

কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন—ওঁকেই প্রথমে গুলি ছুঁড়তে দেওয়া হোক। কিন্তু পরদেশী ভদ্রলোক সবিনয়ে আপত্তি জানালেন, 'না না, তা কি করে হয়,'

Scanned by: Golam Maula

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আজ আমার সৌভাগ্য যে আমি আপনাদের বন্দুক ছোঁড়া দেখতে পাব। নিজের হাতে বন্দুকের টিপ করার চাইতে আমার অন্যের গুলি ছোঁড়া দেখতেই বেশী ভাল লাগে। নাচ গান হৈ হুল্লোড়ের থেকেও এটা বেশী আনন্দের। আর আপনাদের বন্দুকগুলোও আপনাদের মতো বেশ লম্বা, ভারী সুন্দর যেন রাজহাঁসের লম্বা গ্রীবা।'

কথা বলে কি ভাবে আপন করে নিতে হয় তা বেশ ভালোই জানা আছে আগন্তুকের। তার নম্র কথাবার্ত্তায় সবাই একেবারে মুগ্ধ। সবাই ভাবে মনে মনে যার কথা এতো ভাল আর গোছান—তিনি নিশ্চয়ই গুলিও ছুঁড়তে পারেন চমৎকার।

এদিকে প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। কেউ বন্দুক পরিষ্কার করছে, কেউ বারুদ গাদছে, কেউ থলে থেকে বারুদ বের করে মিইয়ে গিছে কিনা পরখ করছে, কেউ বন্দুক ঠিক করে আগন্তুকের কাছে ঘোরাফেরা করে। কাজকর্ম দেখে মনে হয় ইংরেজ সৈন্য বাহিনীর থেকেও এদের পারদর্শীতা যেন অনেক বেশী। গুলি ছোঁড়া শুরু হল—সঠিক গুলি করল কেউ কেউবা ফসকাল—তবে সবাই মিলে তারা ভালই গুলি ছুঁড়ল। আমার ঠিক মনে হয় এরকম গুলি ছোঁড়ার প্রতিযোগিতার খবর পেলে তোমরাও সবাই গিয়ে সেখানে জড়ো হতে। আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদাও ঠিক মতো লক্ষভেদ করলেন। তাঁর মতো অনেকেই চাকতির মাঝখানে ফুটো করে চাকতি নষ্ট করলো। বিনিময়ে পেলো জয়ের গর্ব।

পরদেশী আগন্তুকের সময় আসতে অন্ধকার নেমে এলো। চাকতিটা ভাল করে দেখাই যাচ্ছে না। অনেকে ভাবল আগন্তুক বোধ হয় এত অন্ধকারের মধ্যে গুলি ছুঁড়তে রাজী হবেন না। আবার অনেকে ভাবল তার মোটেই ছুঁড়বার ইচ্ছে নেই সেই জন্যই তিনি ইচ্ছে করে সবার শেষে ছুঁড়তে চেয়েছেন।

এইসব ভাবনা চিন্তা যখন চলেছে—আগন্তুকের কিন্তু কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই—তিনি একের পর এক বন্দুক তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখছেন—মনে হচ্ছে কোনটাই যেন তার ঠিক পছন্দসই হচ্ছে না। সবার দৃষ্টি ওঁর কাজকর্মের দিকে। বন্দুক নিয়ে নাড়াচাড়া দেখে সবাই বুঝতে পারল এই লম্বা গলা পেনসিলভানিয়ার বন্দুক তিনি এর আগেও ব্যবহার করেছেন। অনেকগুলো বন্দুক পরীক্ষার পর একটা বন্দুক তার পছন্দ হল। প্রায় সবাই—আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদাও তাকে সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা দেবার কথা জানাল। কিন্তু

Scanned by: Golam Maula

পরদেশী ভদ্রলোক এই প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখান করলেন। বন্দুকে বারুদ গাঁথতে গাঁথতে তিনি প্রস্তাব করলেন, 'বরং এক কাজ করা

Scanned by: Golam Maula

যাক—আপনারা চাকতিটা উপরের দিকে ছুঁড়ে দিন না—ওপরের দিকে এখনও আলো রয়েছে চাকতিটা দেখতে পাওয়া যাবে।'

ওর কথা শুনে সবাই বেদম হাসতে হাসতে লাগল হো হো করে। যদিও সবাই স্বীকার করল নীচে বেজায় অন্ধকার হয়ে গেছে। এমন কথা এর আগে কেউ এখানে শোনেনি, উপরের দিকে চাকতি ছুঁড়ে গুলি করা আর উড়ন্ত পাখীকে গুলি করে নামান একই কথা। কেউ আর চাকতি ছুঁড়তে এগিয়ে আসে না।

পরদেশী ভদ্রলোক আবার অনুরোধ জানান। সবাই হেসে ওঠে। তাদের চোখ মুখের ভাব দেখে মনে হয় কায়দা দেখাতে গিয়ে আগন্তুক বোকামী করছে আর এই বোকামীর ফল নিজেকেই ভুগতে হবে তাকে।

অবশেষে একজন নিতান্ত অবহেলার ভরে চাকতিটা নিয়ে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিল।

পরদেশী আগন্তুক বন্দুক তুলে তাক করলেন। চাকতিটা শেষ পর্যন্ত উপরে উঠে যেই নামতে শুরু করল, তক্ষুণি আওয়াজ হল—গুরুম! সবার চোখের সামনেই গুলির আঘাতে চাকতিটা ছিটকে গেল। তারপর অনেক খুঁজে চাকতিটা পাওয়া গেল।—চাকতির বুকে মস্ত এক গর্ত। সবাই হৈ হৈ করে ঘিরে ধরল ভদ্রলোককে। কোন কিছু জয় করে আনার থেকে বড়ো কিছু ছিল না ভার্জিনিয়ার মানুষদের কাছে। জয় করাই সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল তাদের কাছে। আগন্তুককে সবাই অভিনন্দন জানাতে লাগল—তার আশ্চর্যজনক ছোঁড়ার ক্ষমতার প্রশংসা করতে লাগল।

পরদেশী লোকটি প্রশংসার বহর দেখে লজ্জা পেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

জানা গেল তার নাম ড্যানিয়েল বুন।

আমার ঠাকুরদার দাদুর সাথে এমন ভাবেই প্রথম পরিচয় হয় ড্যানিয়েল বুনের। ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব হল তার সঙ্গে। তারপর একদিন তার সাথে তিনি যাত্রা করেছিলেন অজানা দেশে—গভীর বনের দিকে। আর আমাদের পরিবারের জন্য রেখে গেলেন এক চিরকালিন ঋণ। তার ছেলে, নাতি, তার নাতির জন্য জনি আপেলসীড্ এর এক ভালবাসার ঋণ।

আমি এখনও আপেল খাওয়ার সময় কিছু বীজ জমিয়ে রেখে দেই। আমার বাবা তার বাবা তার ঠাকুরদা সবাই এই একই কাজ

Scanned by: Golam Maula

করতেন। এপ্রিল কিংবা মে মাসের প্রথমে বৃষ্টির সাথে সাথে সেই বীজগুলি ছড়িয়ে দিই আমি। তাই বলে নিজের বাড়ীর বাগানে নয় কিন্তু—বাগানেতো অনেক ফলের গাছই আছে। এখানে সেখানে যেখানেই যাই কিছু বীজ নিয়ে ইচ্ছেমতো ছড়িয়ে দিই।

আমাদের পরিবারের লোকেরা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে—একজায়গায় বেশীদিন থিতু হয়ে বাস করেনি কোনদিন। যেখানেই থেকেছে আপেলের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে। আমার পাশপকেট দুটোতে কিছু আপেলের বীজ সব সময় মজুত রাখি—সুযোগ পেলেই ছড়িয়ে দিই কিছু বীজ।

অবশ্য বীজ লাগানোটা কিছুমাত্র শক্ত নয়—তোমরাও সহজে পারবে। অতি সহজেই একাজ করা যায়—প্রথমে খানিকটা মাটি কুপিয়ে নেও—তারপর বীজগুলো পুঁতে দিয়ে মাটি চাপা দেও—সবগুলো বীজ থেকে হয়ত গাছ বেরোবে না—কিন্তু কোন একটা গাছ বড় হলেই জানবে এটা জনি আপেলসীডের দান। তোমাদের মনে হয়ত প্রশ্ন জাগবে—কেন? তা হবে কেন?

এখানকার লোকজন সবাই জনি আপেলসীডের নাম ভুলে গেছে অথবা হয়ত তার সম্পর্কে কিছু জানতেও চায় না। একবার ভেবেও দেখে না গভীর অরণ্যের জঙ্গলের মধ্যে কেমন করে আপেল গাছ জন্মাল—কোত্থেকে এল এই সুন্দর আপেল গাছ। কিন্তু জানতেন আমার ঠাকুরদার দাদু—কেনই বা জানবেন না—তার যে জনি আপেলসীডের কাছে জমেছিল এক বিশাল ঋণ—যদিও এই ঋণের জন্য কোনো সুদ দিতে হয় না—কোনো কিছু দিয়েই শোধ যায় না সেই ঋণ। সেই জন্য লোকেরা এই ঋণকে শোধ করার কথাও ভাবে না বা একে ঋণ বলেও ভাবে না। জনি আপেলসীড আর তার কাছে আমাদের বংশ কেমন করে ঋণী হলো সে কথায় পরে আসছি। এখনও আমার ঠাকুরদার দাদু রিচার্ড হ্যামন্ড এবং ড্যানিয়েল বুন সম্পর্কে অনেক কথা বাকী রয়ে গেছে।

বিশাল গভীর জঙ্গল। আদিমকাল থেকে মস্ত মস্ত গাছ জন্মে এমন অন্ধকার করে রেখেছে যে সূর্যের আলো মাটিতে পড়তেই পারে না। নানা রকমের পাখী আর জন্তু জানোয়ারে বোঝাই জঙ্গল। এর মাঝেই বাস ড্যানিয়েল বুনের এই জঙ্গলই তার ঘরবাড়ি। বনের পশু-পাখীর সাথে কথা বলতেন বুন। তার দুচোখে ছিল অবাক বিস্ময় কিন্তু মনে ছিল না কোন হিংসা দ্বেষ, ছিল অজানাকে জানবার

Scanned by: Golam Maula

প্রচন্ড আগ্রহী। বুন যেন একজন পড়ুয়া আর এই অজানা জগৎটা তার পাঠশালা। শিখতেন বিপুল প্রকৃতির নানা নিয়ম কানুন। তার মতো বন্দুক ছোঁড়ার হাত ছিল খুব কম লোকের কিন্তু তার বন্দুকের মুখে কোনদিন কাউকে প্রাণ দিতে হয়নি। তিনি কিছু ভাঙ্গতেন না বরং ভাঙ্গা টুকরো দিয়ে গোটা জিনিস তৈরী করাই ছিল তার জীবনের ধর্ম। লাল চামড়া মানুষদের প্রত্যেক জাতির প্রতিটি মানুষ তার শক্তি সাহসের তারিফ করত আর সাদা চামড়ার মানুষদের প্রত্যেকেই তাকে তাদের একান্ত কাছের জন বলে মনে করত। কিন্তু তার মতো লোকের সম্বন্ধেও পরে কিছু লোক দুর্নাম দেবার চেষ্টা করেছিল।

সে রাতে সরাইখানায় উপস্থিত সবাই অবশ্য বুনের সাহস উদারতা আর জীবনকে জয় করবার অদম্য আগ্রহ সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারল না শুধু বুঝল ড্যানিয়েল বুন খুব ভাল একজন বন্দুকবাজ।

পেল্লায় এক লম্বা টেবিলে বসে সবাই সারারাত ধরে খাওয়া দাওয়া আর গল্পগাছা চালাল। বুন আর ভার্জিনিয়ার মানুষেরা। উনুনের উপরে মস্ত এর জালায় টগবগ করে ফুটছে মদ—তার ঝাঁঝাল গন্ধে চারদিকে ম ম করছে। বুন ধীরে ধীরে আশ্চর্য ভঙ্গিতে বলে চলেন দূরের ঐ পর্বত শ্রেণীর পিছনের গভীর বন আর বন্যদের অদ্ভুত সব রোমাঞ্চকর গল্প। চমৎকার শিকার আর বন্যদের সাথে তার মোলাকাৎ-এর ঘটনা। কাঁটা ঝোপ, ঘাস আর বেতবনে ভরা জঙ্গল। ঘাস আর পাতার রং আকাশের মত নীল। সারাদিন ধরে গাছ কাটার অক্লান্ত পরিশ্রমের দরকার নেই সেখানে—কালো রং-এর নরম সারবান মাটি চাষ করে ফসল ফলাবার অপেক্ষায় রয়েছে। অজস্র পাখি আর প্রজাপতিরা সকাল থেকে সন্ধ্যা মধু খেয়ে বেড়ায়। হরিনেরা পোষা খরগোসের মতো আসে পাশে ঘুরে বেড়ায়। এতো প্রচুর খাবার যে ভালুকরাও মোটা হয়ে আর গাছে উঠতে পারে না। 'বলেন কি। তা সে জায়গাটার কি নাম'। একজন প্রশ্ন করে কিন্তু সবাই এর মনে এই একই প্রশ্ন।

'জায়গাটার নাম কেনটাক' জবাব দেন বুন। সবাই যাতে শুনতে পায় তার জন্য কথাটা আরেকবার জেরে বললেন বুন, 'কেনটাক। রেড ইন্ডিয়ানদের অবশ্য আলাদা একটা নাম আছে—লালরক্তের দেশ।'

কেনটাকের গল্প বলে চলেন বুন। সেই সুদূরের হাতছানি দেওয়া জন মানবহীন দেশ। বুক ভরা বিশাল সম্পদ নিয়ে যে অপেক্ষা করে আছে। কোন সাদা মানুষের পা এখনও সেখানে পড়েনি। রেড

Scanned by: Golam Maula

ইন্ডিয়ানরা পর্যন্ত সেখানে বাস করে না। ওরা শুধু শিকারে জন্য ওখানে যায়, প্রাণভরে শিকার করে নিয়ে আবার ফিরে চলে যায়। আমার ভারি পছন্দ হয়েছে জায়গাটা। সেখানে আমার সাথে যাওয়ার জন্য সাথী খুঁজছি। বেশ জোয়ান সাহসী ছেলেমেয়ে। যাদের বুকে আছে নতুনকে জানবার ও জয় করবার ইচ্ছে আর হাতে আছে বল।

ওখানে যাওয়ার একটা নতুন পথ আবিষ্কার করেছি আমি। আমি সঙ্গী সাথীদের নিয়ে সেই নতুন পথ ধরে যাব, পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে নতুন দেশে যেয়ে বনজঙ্গল হাসিল করে আমরা ঘরবাড়ী বসতি গড়ে তুলবো।

Scanned by: Golam Maula

'ঐ পাহাড় ডিঙ্গানো পথ কোথায় যেয়ে শেষ হয়েছে'—একজন উঠে জিজ্ঞেস করে।

'ঘন জঙ্গল আর বেত বনের অজানা অন্ধকার দেশে'। বুনের উত্তর।

'তাহলে ওখানে জীবন হাতে করে যেয়ে লাভটা কি'—আর একজনের প্রশ্ন।

'আমাদের এখানে তো কিছুর অভাব নেই, তাহলে এমন আরামের বাড়ীঘর ছেড়ো বিপদ মাথায় নিয়ে খামোকা ওখানে যেতে যাব কেন? ওখানে যেয়ে লড়াই করতে হবে—মানুষ আর জানোয়ারের মধ্যে কোন তফাৎ নেই—না ওর মধ্যে নেই।' আরেকজনের বক্তব্য।

'কেউ যদি একলা হয়—সাথে বন্দুক ছাড়া যদি তার কোন সঙ্গী না থাকে জীবনকে জয় করার আর নতুনকে জানবার যদি ইচ্ছে থাকে, আর হাঁটতে যদি অনীহা না থাকে তবে আখেরে লাভ যতই কম হোক না কেম খুশী মনে সে গ্রহণ করতে পারবে। কোন সাদা চামড়ার মানুষ যেখানে পা ফেলেনি সেখানে পা ফেলতে পারবে সে, দেখতে পাবে অনেক অদেখা জিনিস যা সে কল্পনাও করেনি কোনদিন। সে হবে মুক্ত মানুষ—অজানা ভূমির অধীশ্বর। হাতে বন্দুক থাকলে পেটের চিন্তাতো করতে হবে না তাকে।' একটু দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করেন বুন,—'আর তার সাথে যদি পরিবার থাকে তবে তো কথাই নেই—যত খুশী সে ততো লাভ ঘরে তুলতে পারবে। মন দিয়ে চাষবাস করলে ফসল কেটে ঘরে রাখবার জায়গা পাবে না। তৈরী করবে মনের মত সবচেয়ে উঁচু আর সুন্দর বাড়ী, নানা রঙের পশুর চামড়ায় ঢেকে দিতে পারবে ঘরের মেঝে আর দেয়াল। যতদুর চোখ যায় জঙ্গল হাসিল করে সেই হবে নতুন উর্বর জমির মালিক। লাঙ্গলের ফলায় তুলে আনবে উজ্জ্বল সোনার ফসল।'

'তাহলে বলছেন কোন বিপদ নেই সেখানে?

'হ্যাঁ, বিপদ তো থাকবেই। বিপদ সম্বন্ধে কোন রাখঢাক করে বলতে চাইনা আমি। বিপদের কথা তো আগেই বলেছি। রেড ইন্ডিয়ানরা কি সাধে নাম দিয়েছে লালরক্তের দেশ। ঐ দেশের কালো মাটির সাথে কত যে রক্তের লাল মিশে আছে তার কি কোন ঠিকানা আছে। কিন্তু একটা কথা আবার জিজ্ঞাসা করার আছে এখানকার লোকরাও কি বিপদমুক্ত?' বুন থামলেন এতক্ষণ পর

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো কয়েকজন। আর সবাই বলে উঠল —'না বাবা—ওখানে যেয়ে কাজ নেই—হাতের মাছি ছেড়ে দিয়ে বাইরের

Scanned by: Golam Maula

মাছি ধরতে যাওয়ার দরকার কি? তারচেয়ে এখানে এই ভার্জি-নিয়ায় বসে বুদ্ধিতে শান দেওয়া অনেক ভাল।'

'তা অবশ্য ঠিক—অধিকাংশ লোকই এরকম কথা বলবে'—মৃদু হেসে বলেন বুন। তার কথায় কোন খোঁচা ছিল না, কিন্তু তাঁর সেই অত্যুজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি কেন যেন স্তিমিত হয়ে এলো।

কিছুক্ষণ পরে বুন একটু ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, 'ঐ অধিকাংশ লোকদের কাছে আমি আবেদন করছি না—এদের জন্য ঘরে বসে আগুন পোয়াবার জন্য জ্বলন্ত চুল্লী অপেক্ষা করে আছে—এদেরকে আমার দরকার নেই।

যদি আমার নিজের কথা জিজ্ঞাসা করেন তাহলে বলি ঘরবন্দী হয়ে নরম বিছানায় আরামে শুয়ে থাকতে আমার লজ্জাবোধ হয়। রাতে ঘুম ভেঙ্গে গাছপালায় শনশন, হরিণের পায়ের শব্দ বা নেকড়ের ডাক শুনতে পাব না এ আমি কল্পনাই করতে পারি না। অজানা পাহাড়ের অপর পিঠে কি আছে তা আমাকে উন্মনা করে তোলে। সেই জন্যই আমি পথ চলি। আমি আমার সাথে যাওয়ার জন্য কাউকে জোর করছি না, যে যাবে সেটা তার একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

এতক্ষণ গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বুনের সব কথা শুনছিলেন আমার ঠাকুরদার দাদু—একটিও কথা বলেন নি। হঠাৎ তার চোখের তারা দুটো যেন জ্বলে উঠল। ঠোঁট দুটো দৃঢ় হয়ে মুখে ফুটে উঠল অজানাকে জানাবার দুর্নিবার আকর্ষণের ছাপ। এ ছাপের অর্থ সবাই বুঝতে পারল, বুনও বুঝতে পারলেন, তার মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি। এ ছাপ হলো মুসাফিরের মুখের ছাপ—অজানা পথে পাড়ি দাওয়ার মুখের ছাপ। কেনটাকেন দুর্গম গভীর অরন্য আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার রিচার্ড হ্যামন্ডকে হাতছানি দিয়েছে।

Scanned by: Golam Maula

রাতের মধ্যে গোছগাছ করে পরদিন সকালেই তার প্রিয় ঘোড়ার পিঠে চড়ে ড্যানিয়েল বুনের সাথে বেড়িয়ে পড়লেন রিচার্ড হ্যামন্ড। সাথে নিলেন তার সম্পত্তি—বন্দুক, গুলিবারুদের ভাঁড়, পরনের জামা কাপড়, একটা কাঁধে ঝোলানো পোঁটলা আর ভার্জিনিয়া বাসের দীর্ঘ সুখস্মৃতি।

বাড়ী ছেড়ে অজানা পথে যাত্রার উদ্যোগ দেখে বড় ভাইরা হাজির হয়ে বললেন, 'তুই একটা একনম্বরের হাঁদারাম, বুঝলি? চলেছিস ঐ বেকুবটার সাথে উচ্ছন্নের পথে। ঐ ব্যাটা বুন—ঐ তোমাকে কথা দিয়ে বশ করেছে। কথাটা হয়তবা সত্যি। বোকামির কাজই তিনি করেছিলেন হয়ত। কিন্তু অনেক সময় বুদ্ধিমানদের সিধে পথে না চলেও এমন ভাল ফল পাওয়া যায় যা বুদ্ধিমান চালাক লোকেরা কল্পনাও করতে পারে না।

পাহাড়ের পাশ দিয়ে ঘন জঙ্গল মধ্যে দিয়ে বুনের সাথে এগিয়ে চললেন হ্যামন্ড অজানার পথে।

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল ঘোড়ার খুরের খট খট শব্দ। কান খাড়া করে শুনল গাঁয়ের সবাই—যতক্ষণ শব্দটা শোনা-যায়। কিন্তু এরপরে কত জঙ্গল পরিষ্কার করে যে তাকে পথ করে এগোতে হয়েছিল—তা দেখার জন্য কেউ তখন ছিল না সেখানে।

পথ চলতে চলতে কত বিচিত্র মানুষ কতো অদ্ভুত জিনিসের সাথেই যে পরিচয় হলো তার। দেখলেন পেনসিলভানিয়ার বিরাট বড়বড় দুই চাকা গরুর গাড়ী, গরু ভেড়া মোষের বিশাল পাল, আর নানান দূরদেশ থেকে পায়ে হেঁটে আসা কত যে বিচিত্র ধরণের মানুষ—বলিষ্ঠ সুন্দর মেয়ে পুরুষ—সুন্দর বাচ্চারা—অনেক প্রাচীন মানুষ। সবাই চলেছে অজানা উদ্দেশে—সেই গভীর জঙ্গলের পথে

Scanned by: Golam Maula

—কুমারীভূমি কেনটাকে। সবাই সুখী উজ্বল জীবনের স্বপ্ন দেখছে —উর্বরমাটি আর সোনালী ফসলের স্বপ্ন দেখছে।

আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার তো পরিবার ছিল না, সাথে কোন মেয়েছেলের বালাই নেই। একা বাউন্ডুলে জীবন। অজানা দুর্দম দেশ তাকে ডাক দিয়েছে, তিনি মুসাফির। অদ্ভুত জীবন। মাইলের পর মাইল চলেছেন পায়ে হেঁটে—কোন কষ্ট নেই। রাতে মাথা গুঁজবার মতো কোন আস্তানার দরকার নেই—সাথে সঙ্গীরও নেই কোন প্রয়োজন। আর জঙ্গল বিশাল গভীর হলেও পথ হারান নি কোনদিন হারাবেন কেন বুনো হাঁসদের মতো ছিল তার পথ চেনবার ক্ষমতা। তার মতো অনেকেই চলছিল তখন। গায়ের চামড়া রোদে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। ভবঘুরে—বাউন্ডুলে—শিখরী—আবার নতুন বসতির সন্ধানে চলা লোকজন সবারই একদশা। শিকার করে আগুনে ঝলসে তার মাংস খাওয়া—রাত্রে পাতার বিছানায় ঘুমানো—মনে অজানাকে জয় করার ইচ্ছে। সব সময় জানতে চাইতো তারা নদীর ওপারে কি আছে—পাহাড়ের অপর পাড়টা কেমন—নতুনকে জানবার প্রবল ইচ্ছে।

বুনকেও অবশ্য এই দলের মধ্যে ফেলা চলে। কিন্তু বুন ছিলেন কিছুটা আলাদা—অনেক বড় মানুষ। ওদের সাথে বুনের তফাৎ ছিল অনেকটা—বুন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে পারতেন, নিজের জন্যে যত না পরের জন্য বেশী। চোখ বন্ধ করে তিনি ভবিষ্যত দেখতে পেতেন—চোখের সামনে ভেসে উঠতো সেই সব সময় যখন কোন বশ্যতা থাকবে না। এখন যাদের শিকারের মাংসে পেট ভরাতে হয়

Scanned by: Golam Maula

—তখন আর তাদের শিকার করতে হবে না—শিকারের প্রয়োজন যাবে ফুরিয়ে। এই গভীর বনজঙ্গল হয়ে উঠবে শস্য শ্যামলা আর মানুষ জনে পরিপূর্ণ। ঘরে ঘরে পোষ মেনে থাকবে গরু মোষ আর হরিণের পাল।

এখন যা ঘটছে তার থেকে তিনি অনেকদূরে পর্যন্ত দেখতে পেতেন। তিনি জানতেন একদিন আসবে যখন সমাজে এই সব ভবঘুরে বাউন্ডুলে জীবনের কোন স্থান থাকবে না।

কেনটাকে পৌঁছে বুন তাই বিয়ে থা করে ঘর সংসার পাতলেন অন্য আরও দশজন গৃহস্থের মতো। জঙ্গল হাসিল করে হাতে লাঙ্গল ধরলেন। উর্বর মাটি খুঁড়ে রাশি রাশি সোনার ফসল তুললেন ঘরে। তিনি জানতেন কি অসম্ভব টান ঐ বন্য বাউন্ডুলে জীবনের কিন্তু তিনি তার টান উপেক্ষা করে মুক্ত মানুষ হলেন। তিনি কারও দাসে পরিণত হতে চান না—দীর্ঘ ভবঘুরে জীবনের জন্য দাসও নয়। ঐ বন্য জীবনের ডাক কত মানুষকে সারা জীবনের জন্য ঘরছাড়া করে দেয়। আর নয়—ভবঘুরে জীবনের রোমাঞ্চকর কান্ডকারখানার মধ্য দিয়ে তিনি আর জীবন কাটাতে রাজী নন।

অনেকে একদিন তাকে যে উপদেশ দিয়েছিল—বুন একদিন রিচার্ড হ্যামন্ডকে ডেকে সেই উপদেশ দিলেন, 'দেখ হে ছোকড়া তুমি আর এখন আঠারো বছরের কচি খোকাটি নও। এইবার ঘর সংসার পাতো জমি জিরেত করো, বিয়ে সাদি করে ঘরেই থাকো।'

হা হা করে হাসতে শুরু করলেন আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা। তখন তার কানে কি এইসব পরামর্শ ভালো লাগে। সংসারী জীবন তার কাছে খাঁচায় বন্দী পাখীর মতো।

'না—একজায়গায় বাড়ী ঘরে অনেক দিন আটকে থাকতো পায়ে শিকল পরে বসে থাকার মতো'—হাসতে হাসতে বললেন রিচার্ড হ্যামন্ড। খাটের উপরকার খড়ের গদি কি আমার জঙ্গলের পাতার বিছানার থেকে বেশী নরম। বদ্ধ ঘরের থেকে আমার খোলামেলা গাছের তলার বিছানা অনেক ভালো।

'হ্যাঁ, তা ভালো বলে এখন মনে হচ্ছে তোমার, কিন্তু প্রত্যেক কাজ বা জিনিসের একটা দাম আছে তা মানো তো। জীবনকে নিয়ে ছিনি-মিনি খেলো—খুশীমতো নাচ গান হুল্লোড় করো—কোন আপত্তি নেই, কিন্তু একসময় এর মূল্য ধরে দিতে হবে—সেটা খেয়াল থাকে যেন।

Scanned by: Golam Maula

জীবনের দুদিকেই চেয়ে দেখো—একদিকে একদম ফাঁকা কিছু নেই—না আছে বুড়ো বয়েসের অবলম্বন না আছে কোন আনন্দ। আর অন্যদিকে দেখ—ঘরসংসার সুখ আনন্দ—ছেলেমেয়ে, বুড়োবয়েসে বিশ্রাম—নাতিনাতনিদের সাথে খেলা—বলে চলেন বুন।

'না ওসব আমার দ্বারা হবে না—আমি মুক্ত মানুষ'। বির বির করতে থাকেন রিচার্ড, 'মেয়েছেলে নিয়ে আমি কি করব? আমার মতো জংলি মানুষকে কোন মেয়েই বা পছন্দ করবে? আর আমার মতো বাউন্ডুলেকে নিয়ে ঘর করে সুখীও হবে না সে।'

ওর কথা শুনে হাসতে থাকেন বুন। এককালে তিনিও এরকম বলতেন। ওর মনের অবস্থা বুঝতে পারেন তিনি। কিন্তু তিনি জানতেন পুরুষরা মেয়েদের নিয়ে ঘর বাঁধে এটাই প্রকৃতির নিয়ম—এ নিয়ম চিরকালের।

রিচার্ড হ্যামন্ড আবার ফিরে চললেন তার বাউন্ডুলে জীবনে—বনে-জঙ্গলে—দেশদেশান্তরে। শিকার করা নানান জায়গায় গ্রাম-শহরে ঘুরে বেড়ানো, রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে প্রাণ হাতে করে লড়াই করা, বিরাট বিরাট হরিণ আর জংলা শুয়োর শিকার করা—একেবারে বাধাবন্ধহীন মুক্ত জীবনযাপন।

এদিকে কেনটাকে ড্যানিয়েল বুনদের পাড়ায় এক ভদ্রলোক আর তার মেয়ে এসে আস্তানা গাড়ল। ওরা এসেছে বহু দূরের মেরিল্যান্ড থেকে এই নতুন জায়গা কেনটাকে। মেয়েটি সুন্দর লম্বা ছিপছিপে দেখতে, নাম এলেন মে। শক্তসমর্থ চেহারা। কঠিন কোমল, রাগ আর মিষ্টি স্বভাব যেন মিশে আছে ওর মধ্যে। সব জায়গাকে, পরিবেশকে আপন করে নেবার এক অদ্ভুত গুণ ছিল ওর মধ্যে। সে জায়গা ভালই হোক আর মন্দই হোক···তা গভীর বনজঙ্গলই হোক বা ঝকঝকে শহরই হোক বা নতুন গড়া বসতিই হোক। সব কিছুকেই মানিয়ে নেওয়া আর আপন করে নেওয়ার অদ্ভুত মন ছিল তার।

বুনের বাড়ী থেকে কিছুটা দূরে আস্তানা গাড়লেন তারা। ভবিষ্যতে কিভাবে এখানে জীবন কাটাবেন তাই নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন তার বাবা।

তার বাবা মনে ছিলেন একেবারে খাঁটি চাষী আর খুব ধর্মভীরু। সবার সাথেই সদ্ভাব রাখতেন—প্রতিবেশীদের ভালবাসতেন খুব। লেখা-পড়া জানা আর হাতে কাজ জানা লোককে করতেন শ্রদ্ধা। কিন্তু মোটেই

Scanned by: Golam Maula

দেখতে পারতেন না ভবঘুরে শিকারী আর বাউণ্ডুলেদের, তারা ছিল তার দুচোখের বিষ।

এলেন মে যখন তার বাবার সাথে নতুন ঘর সংসার গুছিয়ে তুলছে, তখন একটার পর একটা গভীর জঙ্গল পাড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছেন রিচার্ড হ্যামন্ড। পায়ে হেঁটে হাজার মাইল পথ পার হয়ে গেলেন তিনি। তাঁর মতো হাঁটিয়ে এখন যে একজনও মিলবে না এ বিষয়ে তোমরা নিসন্দেহে থাকতে পারো। আর দৌড়তে পারতেন হরিণের সাথে পাল্লা দিয়ে তাঁকে ধরতে হলে নেকড়ে বাঘকে পর্যন্ত হাঁপিয়ে উঠে হাল ছেড়ে দিতে হতো।

নিজের জুতো নিজেই তৈরী করতেন তিনি। হরিণের চামড়া দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় নরম অথচ টেকসই জুতো বানাতেন তিনি, আর তাই পায়ে দিয়ে পাড়ি দিতেন হাজার হাজার মাইল পথ অনায়াসে। অবশ্য মাইল দেখে পথ মাপতেন না তিনি, মাপতেন কোন ইন্ডিয়ানদের পিছনে তাকে কতো পা এগিয়ে কোন দিকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। সে কালে পশ্চিম দেশে কোন পথ ঘাট ছিল না। বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রেডইন্ডিয়ানরা হাজার হাজার বছর ধরে যে পথ ধরে যাতায়াত করেছে সেইটাই পথ।

যারা নিজেদের খুশীমতো ঘুরে বেড়ায়, মনে যাদের জানবার ইচ্ছে—নদীর ওপারটা কেমন, পাহাড়ের ওধারটায় কি আছে, তাদের এর জন্য

Scanned by: Golam Maula

কিছু দাম দিতে হবেই। তবে আজকালকার দিনের মতো নয়—সেকালে দাম দিতে হতো বড় বেশী। অনেক মানুষ তার বিরুদ্ধতা করে রুকে দাঁড়াল—লাল চামড়া সাদা চামড়া। উভয় জাতের মানুষই। কিন্তু তাদের মোটেই পরোয়া করতেন না রিচার্ড হ্যামন্ড। তার সামনে কেউ বাধা দেবার জন্য এগোলে তাকে আঘাত করে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল তার।

তিনি অক্লান্ত লড়াই করে চলতেন, আর শক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে সব শত্রুকে হারিয়েও দিতেন সবসময়। তিনি ছিলেন চিতাবাঘের মতো ক্ষিপ্র আর দ্রুতগামী হরিণের মতো জঙ্গলে মিশে থাকতে পারতেন, নেকড়ের মতো হঠাৎ আক্রমনে ছিলেন পারদর্শী আর তার শরীর ছিল ভালুকের মতো বিশাল আর শক্তিশালী। দিনে দিনে শেয়ালের মতো চালাক হয়ে উঠেছিলেন তিনি। রাতের অন্ধকারে পেঁচার মতো পায়ের ছাপ দেখে পথ চিনে এগোতে পারতেন। রেড ইন্ডিয়ানদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন বিভীষিকা, একটা ভয়ংকর লোক, তার তার সাথে কোন চালাকি করার আগে অনেকবার ভেবে দেখতো।

এই লড়াই ছিলো তার বেঁচে থাকার সংগ্রাম। আমার সেই পূর্ব-পুরুষ এতে বেশ আনন্দ পেতেন, এই ভাবেই উপভোগ করতেন জীবনকে। কিন্তু এসবের মধ্যে দিয়ে দিনে দিনে তার মনটা যে পরি-বর্ত্তিত হয়ে যাচ্ছে তা তিনি বুঝতে পারেন নি একেবারে। তিনি বুঝতেই পারেন নি দিনে দিনে তিনি কতো কঠোর, কতো নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছেন, পরিবর্ত্তিত হয়ে যাচ্ছে তার স্বভাব।

ঘুরতে ঘুরতে তিনি কানাডায় কুইবেক আর মনট্রিল শহরে যেয়ে উপস্থিত হলেন। চামড়ার ব্যবসা করলেন ফরাসীদের সাথে, স্কচম্যানদের সাথে। তখনকার দিনে লোকে চামড়ার ব্যবসা করে নিজের ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলত। নামমাত্র টাকার বিনিময়ে গাড়ী গাড়ী চামড়া পাওয়া যেত রেড ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে। একটা রুপোর মুদ্রার মিনিময়ে পাওয়া যেত সুন্দর লোমওয়ালা একটি রুপোলি শেয়ালের চামড়া, একটা ছুরির বদলে পাওয়া যেত বিরাট এক লোহার ভালুকের চামড়া।

সেই সময় অনেকেই এই ভাবে ব্যবসা করে তাদের ভাগ্য গড়ে নিয়েছে। অনেক বাউন্ডুলে ভবঘুরে তাদের পুরোনো জীবন ছেড়ে শহরে যেয়ে বিরাট বিরাট বাড়ী, জমিজায়গা করেছে। বাকী জীবনটা পায়ের উপর পা তুলে দাস-দাসীর সেবাযত্নে মহানন্দে কাটিয়ে দিয়েছে। আবার কিছু লোক কোন কাজ না করেই একেবারে টাকার কুমীর বনে

Scanned by: Golam Maula

গিয়েছে। তারা পরিশ্রম করে শিকারও করত না বা বনে জঙ্গলেও ঘুরে বেড়াত না, শুধু কম দামে চামড়া কিনে বেশী দামে বিক্রি করেছে। এই ব্যবসাদারি করেই করেছে অগাধ লাভ। দিনে দিনে এদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে—হয়ে উঠছে একজন রাজা—অগাধ ধনসম্পত্তির অধিকারী।

আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার কিন্তু ঐসব সম্পত্তি তৈরীর দিকে কোন নজর ছিল না। তার মত হলো টাকা আছে খরচ করো—ফুর্ত্তি করো, নাচো, গান গাও, আর না থাকলে করো না—চুপচাপ জঙ্গলে চলে যাও। ভবিষ্যতে কি হবে সে সব নিয়ে মাথা ঘামাবার লোক তিনি ছিলেন না। টাকা-পয়সা তার কাছে হাতের ময়লা, যতক্ষণ আছে মেজাজ-মাফিক খরচ করো। শিকার করতে বের হলো তাঁর মতো অত তারাতারী বেশী শিকার করে আনতে কেউ পারতো না। তারপর চামড়া খুলে বিক্রি করতেন—কতো দাম—কম না বেশী তাই নিয়ে মাথা ঘামাতেন না।

বির বির করে বলতেন, 'আমাকে ঠকাচ্ছ—ঠকাও কিন্তু মনে থাকে যেন একদিন আখেরে নিজেকেও এমনি করে ঠকতে হবে।'

তার সম্পর্কে ফরাসীরা বসতো—হ্যামন্ড অদ্ভুত শিকারী কিন্তু ওর মাথায় কিছু নেই—একেবারে বোকা মোমবাতির মতো নিজেকে পুড়িয়ে শেষ করে ফেলছে।

কিন্তু তারা রিচার্ডকে ঠিক বুঝতে পারে নি। নির্বুদ্ধিতা বলে তারা যা ভেবেছিল তা ছিল রিচার্ডের জীবনের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি উদগ্র ভালবাসার প্রকাশ।

এবার উত্তর দিকে না যেয়ে কিছুকাল দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ঘুরে বেড়ালেন রিচার্ড অনেক অজানা জায়গায় গেলেন, অনেক অজানা জিনিস দেখলেন। বেশ কয়েক বছর এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে—বিচিত্র উপায়ে জীবন কাটিয়ে আবার ফিরে এলেন কেনটাকে।

'দেখ হে কেমন মজাসে জীবন কাটাচ্ছি'—এরকম একটা হাসি মুখে ফুটিয়ে তুলে তিনি বুনের ডেরায় যেয়ে উঠলেন। এলাকার সব লোক-জন এসে জমলো বুনের ঘরে। রিচার্ডের গল্প শুনতে। নানা দেশ বিদেশের গল্প। সেকালে এখনকার মতো যাতায়াতের এতো সুবিধা ছিল না—এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে হয়েই উঠতো না। বিশেষ করে এই সুদূর কেনটাক থেকে নিউইয়র্ক বা বোস্টন যাওয়া খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব হতো।

Scanned by: Golam Maula

বেশ কয়েকদিন আরামসে নরম বিছানায় শুয়ে আর ঘরের সুস্বাদু রান্না খেয়ে আবার ফেরবার মতলব করলেন রিচার্ড। সবুজ অরণ্য হাতছানি দিতে লাগল তাকে—গাছের তলায় পাতার বিছানায় না শুলে তার অস্বস্তি লাগে—শিশুর হাসির চেয়ে রাত্রি বেলা নেকড়ের ডাক শুনতে ভাল লাগে তার।

'আবার ফিরে যাবে নাকি?' বুন জিজ্ঞাসা করেন। 'এবার নিজের জীবন সম্পর্কে একটু চিন্তা করো। জমিজমা ঠিক করে চাষবাস শুরু করো—ফসল ফলাও ঘর সংসার করো এক সময় প্রত্যেকেরই থিতু হয়ে বসা উচিত। ঘরে ফিরে রান্না খাবার খাওয়ার মধ্যে অনেক অনন্দ আছে বুঝলে।'

হা হা করে হেসে উঠলেন রিচার্ড।

'নিজের হাতে শিকার মাংস যখন আগুনে পুড়িয়ে খেতে পারি তখন কেন ঘরের রাঁধা খাবার খেতে যাবো।'

'কিন্তু রিচার্ড আমিই তোমাকে সেই চমৎকার দেশ ভাজিনিয়া থেকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম। তুমি এখন একটু চিন্তা করো।'

Scanned by: Golam Maula

আমি তোমাকে বন্ধু ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। তোমাকে এরকম বন্য বাউন্ডুলে শিকারী বানাবার ইচ্ছে আমার কোনকালেই ছিল না।'

না, বুনের সাথে একমত হতে পারলেন না রিচার্ড। কেমন করে একমত হবেন, এক জায়গায় থিতু হয়ে থাকবেন কি করে—নানা জায়গায় না ঘুরে বেড়ালে তিনি যে হাঁপিয়ে উঠবেন। ফিরে তাকে যেতেই হবে, কোন-কিছুই তাকে ধরে রাখতে পারবে না।

বারুদগুলো বের করে চুল্লীর পাশে শুখিয়ে তাজা করে নিয়ে, বন্দুক টাকে ভাল করে পরিষ্কার করে নিলেন। ঝোলাতে টুকিটাকি জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিলেন—তারপর হরিণের চামড়ার জুতো জামা পড়ে ঝোলাটা কাঁধে ঝুলিয়ে রওনা হবার জন্য তৈরী হলেন রিচার্ড। ঠিক সেই সময় এলেন মেকে চোখে পড়ল তার।

একটা কাপড়ের দোকানে কাপড় কিনতে এসেছেন এলেন মে। এখানে এসে বাস শুরু করার পর থেকে একটুও বিশ্রাম নেই এলেনের। সারাদিন ঘরবাড়ি গোছগাছ করতেই সময় চলে যায়। তাঁত চালিয়ে কাপড় বুনতে পারেন, কিন্তু বোনা হয়ে উঠছে না—তাই কিনতে এসেছেন দোকানে।

রিচার্ড এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন—তার চোখ গিয়ে পড়ে নিটোল হাতে ধরা ঝাঁপিটার উপর। অবাক হয়ে চিন্তা করেন তিনি—মেয়েটা কে? তার আর ফিরে যাওয়া হয় না। নির্নিমেষ নয়নে দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন তাকে। তার চোখের দৃষ্টি ঘুরে বেড়ায় এলেনের একমাথা সোনালী কেশগুচ্ছের উপর। মাঝে মাঝে দুইজোড়া নীল চোখে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে যায়। তিনি এতদেশ সারাজীবন ধরে ঘুরেছেন, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম কোন দিকে যেতে বাকি নেই তার মিশেছেন বিভিন্ন জাতি উপজাতির সাথে, কত বিচিত্র ধরণের মেয়ে পুরুষ দেখেছেন কিন্তু আশ্চর্য এই এলেন মের মতো এতো সুন্দর এতো লম্বা শক্ত সমর্থ মেয়ে তিনি কোথাও দেখেননি কোন দিন।

তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি কোন দিন কোন মেয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে তার হৃদয় জয় করে নিতে পারবে। তিনিই এ পর্যন্ত অনেকের হৃদয় জয় করে এসেছেন—কিন্তু তার হৃদয় কেউই জয় করতে পারেনি এতকাল।

আবার এলেনও চেয়ে রয়েছে তার দিকে—এরকম লম্বা চওড়া সুন্দর পুরুষকে যে কোন মেয়েরই তো চোখে পড়বে। এলেন দোকান থেকে

Scanned by: Golam Maula

চলে গেলেও ওখানেই পাথরের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন রিচার্ড। তার চোখে ভেসে উঠলো এক নতুন আলো যে আলো এর আগে তার চোখে কেউ কোনদিন দেখেনি। তার ঠোঁটের কোণায় ফুটে উঠলো মৃদু হাসি, যেন মেঘের ফাঁকে চাঁদের আলো।

ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে বুনের কাছে ফিরে চললেন রিচার্ড। ঘরে পেঁাছে ঝোলাটাকে নামিয়ে বন্দুকটা কাঁধ থেকে নামাতে নামাতে বুনকে বললেন,—অনেক দিন ধরে ঘুরতে ঘুরতে বড্ড ক্লান্ত হয়ে গেছি। এখন আর বেরোতে ভাল লাগছে না। তোমার এখানে কদিন বরং একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর বেরোব।

এতোদিন এক নাগাড়ে বনজঙ্গলে ঘুরে ঘুরে রিচার্ডের চেহারায় একটা বন্য ভাব এসে গিয়েছে। ভার্জিনিয়ার ছেলেদের যে এক বিশেষ সৌন্দর্য থাকে তা যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন রিচার্ড।

নানা দেশে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেরিয়েছেন তিনি। ভালো মন্দ সব-রকম মানুষের সাথেই মিশেছেন তিনি। শিকার করেছেন, হত্যা করে-ছেন তার প্রতিরোধকারীদের, দিনে দিনে কঠোর হয়ে উঠেছে তার হৃদয়। ঘরে চুল্লীর পশে বসে থালায় করে খাবার খাওয়ার চেয়ে পুড়িয়ে কাঁচা মাংস খেতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। পাতলা ফিনফিনে সুন্দর রেশমের জামা কাপড়ের চেয়ে মোটা খসখসে চামড়ার পোষাকই তার আরামের হয়ে উঠেছে।

তিনি শত্রু করে তুলেছেন লাল চামড়ার মানুষদের। আবার খুব কম সংখ্যক সাদা চামড়ার মানুষই তাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করত। তার এই অদ্ভুত জীবন-যাপনের পথে যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাকেই আঘাত করে ঠেলে সরিয়ে এগিয়ে গেছেন তিনি। তিনি শান্ত হয়ে ঘরের কোনে বসে কোনদিন বিশ্রাম করতে চাননি বা কোন সময় বিশ্রাম করতে চাইলেও তা হয়ে ওঠে নি।

তার এত বছরের জীবনে এলেন মে ছাড়া আর কোন মেয়েই বিশেষ ভাবে চোখে পড়েনি।

দীর্ঘ আট মাস তিনি চুপচাপ কাটালেন বুনের বাড়ীতে। চঞ্চল অস্থির হয়ে উঠলেন, খাঁচায় আটক সিংহের মতো। কিন্তু একটি কাজে তাকে সফল হতেই হবে— মনে মনে তার জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলেন তিনি। মাঝে মাঝে অধৈর্য হয়ে বন্দুকটাকে কাঁধে ফেলে বির বির করতেন—না—এভাবে চলেনা—আমি ফিরেই যাবো।'

Scanned by: Golam Maula

কিন্তু তিনি যেতেন না কোনদিন। বেশ কয়েকমাস এমনিতেই কেটে গেল বুনের বাড়ীতে কিন্তু তিনি এলেন মেকে ভালবাসেন, এই কথাটাই মুখফুটে বলতে পারলেন না।

প্রথম দিকে তাঁর সাথে খুব কমই দেখা হতো রিচার্ডের। একা একা অস্থির হয়ে কখনো বনেজঙ্গলে কখনো বা ফসলের ক্ষেতের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন তিনি। আবার কখনো একদম চুপচাপ বাড়ীতে ঘরের কোণে বসে থাকতেন। এলেনের সাথে কথাই বলতে যেতে পারতেন না তিনি। যে রিচার্ড ছিলেন প্রবল সাহসী কোন কিছুতেই তার ভয়ডর ছিল না—তিনিই এলেন মের সামনে একেবারে বোবা হয়ে যেতেন। রাস্তায় ঘাটে তার সাথে দেখা হলেই বোকার মতো চুপচাপ একপাশে সরে দাঁড়িয়ে পরতেন।

এলেনই বা কি করবে, তার দিক থেকে কিইবা করার আছে। কেবল

Scanned by: Golam Maula

চোখে পড়ত লম্বা চওড়া মানুষটি একদৃষ্টে চেয়ে থাকে তার দিকে। এমন বিশাল সুন্দর চেহারার মানুষ তার চোখেও আগে পড়েনি। কেনটাকের অন্য মানুষরা সবাই একটু লম্বা চওড়াই কিন্তু আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা লম্বায় সবাইকে ছাড়িয়ে যেতেন। মাঠে চাষের কাজ করার দরুণ কেনটাকের লোকেদের চেহারা রোদে পুড়ে লালচে হয়ে উঠত কিন্তু রিচার্ডের চেহারা ছিল তাদের সবার চেয়ে বেশী লাল। অনেকটা ঠিক রেড ইন্ডিয়ানদের মতো। আর তার চোখ ছিল তাদের সবার চেয়ে উজ্বল ঝকঝকে।

রিচার্ড একদিন দেখেন দুকাঁধে বাঁক ঝুলিয়ে কুয়ো থেকে জল আনতে যাচ্ছে এলেন। এলেনের জন্য কিছু কাজ করার এ সুযোগ ছাড়লেন না তিনি। তারাতারি কাছে যেয়ে বললেন, 'আপনার মতো মেয়ের পক্ষে বালতি দুটো খুব বেশী ভারী।'

'বা, ভারী কোথায়,' হেসে বলল এলেন। বালতি করে জল আনা এতো তেমন বেশী কাজ নয়। আমিতো বারো বছর বয়স থেকে এই কাজ করে আসছি।'

রিচার্ডের মুখ ফুটে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'এখন আপনার এই কাজ বন্ধ করার সময় এসেছে। বলেই মৃদু হেসে এলেনের কাছ থেকে বাঁক আর বালতি দুটো নিয়ে নিলেন। তারপর এক ঝটকায় বালতি দুটো জলে ভর্তি করে নিয়ে বাঁক তুলে নিলেন নিজের কাঁধে।

'না, দেখছি আপনার গায়ে সত্যিই বেশ জোর আছে,' এলেন বলে উঠলেন।

এলেনের হাসি ঝরা মুখ চোখের দিকে তাকিয়ে রিচার্ড একটা ছোট্ট শিশুর মতো দুর্বল আর বোকা বনে গেলেন। এর পর থেকে এলেনের সাথে কুয়োতে যেয়ে তাঁদের বাড়ীতে জল তুলে দিয়ে আসা তার নিত্যকর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়াল।

এই ভাবে ধীরে ধীরে তিনি এলেনের সাথে ঘোরাফেরা, দুই একটা কথা বলার সাহস মনের মধ্যে সঞ্চয় করলেন। যিনি ছিলেন নেকড়ের মতো ক্ষিপ্র আর চিতাবাঘের মতো ধূর্ত, তিনি ধীরস্থির একটি বোকা মানুষে পরিণত হয়ে গেলেন। তাকে ছেড়ে আসার সময় তিনি টুপিটাকে হাতে নিয়ে বললেন, 'তাহলে এখন যাই। একদিন আপনাদের বাড়ীতে যাব। আচ্ছা আপনাদের বাড়ীতে গেলে আপনি বা আপনার বাবার কিছু মনে করবেন না নিশ্চয়।'

Scanned by: Golam Maula

এই ভদ্র কথাগুলো বলে আলাপ করতে তার প্রাণ যেন বেড়িয়ে যাচ্ছিল। কথা বলা শেষ করে তিনি এলেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, সে কি বলে, শুনবার জন্য। কিন্তু কিছুই বলে না এলেন, কেবল হাসিমুখে খুশী মনে তাকায়' মাথা নাড়ে। মুখের ভাবখানা এমন যেন বলতে চায়—এতো সাধারণ কথা—বাড়ীতে গেলে অখুশী হওয়ার কি আছে। তারপর এলেন বলে, 'কেনটাকে এসে পর্যন্ত বড়ো একা একা দিন কাটছে, কথা বলার কেউ নেই, নিসঙ্গতা কাঁটানোর চেয়ে একজন মেয়ে আর বেশী কি চাইতে পারে ?'

'সত্যি, আপনি আর কিছু চান না ? না, এখানকার লোকগুলো সত্যি দেখছি সব বোবা আর অন্ধ।'

'বোবা আর অন্ধ—এর মানে ?'

'তার থেকেও বেশী। অন্ধ না হলে তারা এদেশের সবচেয়ে সুন্দর জিনিসকে দেখতে পেতো, আর বোবা না হলে তার সাথে কথা বলতো।'

এখন বেশ সাবলীলভাবেই কথা বলতে লাগলেন রিচার্ড।

এরপর মাঝেমাঝেই তিনি এলেনের বাড়ীতে যেতে শুরু করলেন। প্রতিবারই নিয়ে যেতেন শিকার করা আলাদা আলাদা মাংস, শুয়োর নানা রকমের পাখি আর হরিণ। আবার মাঝে এলেনের হাতে রাঁধা সেই মাংসের রান্নাও খেয়ে আসতে লাগলেন।

যতবার তিনি টমাস মের বাড়ীতে যেতেন, ততোবার নতুন করে উনুনে আগুন পড়তো। নতুন নতুন পদ রান্না হতো। বাড়ীতে একটা আনন্দের হাওয়া বয়ে যেতো। টমাস মে আর এলেন খাওয়া-দাওয়ার পর চুল্লীর পাশে বসে রিচার্ড হ্যামন্ডের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা শুনতেন, বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতেন। তাঁরা বরাবরই শহরে গ্রামে থেকেছেন, ঘর গেরস্ত লোক, এমন সব অদ্ভুত অভিজ্ঞতা তারা কোনদিনই লাভ করেন নি। আর রিচার্ডের ব্যাপার হলো ঠিক তার উল্টো, তিনি বনেজঙ্গলেই থেকেছেন, শহর গ্রামের গেরস্থালী অভিজ্ঞতা তার একদম নেই।

খুব অল্প দেশই বাকি ছিল যা তার পায়ের স্পর্শ পায় নি। তিনি তাদের কাছে বহু দূরের সেই সিয়াক্সেদের গল্প করতেন, যেখানে জোরকদমে হাঁটলেও পৌঁছতে একমাসের বেশী সময় লাগবে। একদম উত্তরের দু-হাজার মাইল দূরের সেই সব বরফের রাজ্যের মানুষদের কথা, কিংবা ঘন জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার রাজ্যের উলঙ্গ মানুষদের কথা। এক ইংরেজ সেনাপতির নেতৃত্বে যে সব মক্ জাতের

Scanned by: Golam Maula

লোকরা লড়াই চালিয়েছিল তাদের গল্প করে শ্রোতাদের মোহিত করে রাখতেন তিনি। ফরাসী এবং কানাডার লোকজনদের কাছ থেকে শোনা বহু দূরের অদ্ভুত বনমানুষদের গল্প বললেন তাদের, সেখানে অবশ্য রিচার্ড যেতে পারেন নি এখনও।

মনে হয় আমার ঠাকুরদার দাদু রিচার্ড হ্যামন্ডের চেয়ে বনজঙ্গল এবং মানুষদের সম্বন্ধে বেশী জানা লোক সারা আমেরিকার আর কেউ তখন ছিল না।

এলেন মে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'এই যে আপনি একা একা বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন আপনার নিঃসঙ্গ লাগত না।'

'হ্যাঁ, তা লাগত বৈকি মাঝে মাঝে। অবশ্য তাতে কি আসে যায়।'

'কোন বাড়ীতে বিছানায় শুয়ে রাত কাটাতে আপনার ইচ্ছে করতো না? চুল্লীর পাশে শুয়ে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সাথে গল্প করতে করতে ঘুমোন নি কোনদিন।'

'না, এসব কিছুই অবশ্য করিনি বা করবার ইচ্ছাও ছিল না, কিন্তু এখন আর পুরোনো জীবন কেন যেন ভাল লাগছে না।'

রিচার্ডকে দেখে আর তার গল্প শুনে টমাস মের মনে কি হচ্ছিল কে জানে। তিনি হয়ত মনে মনে ভাবছিলেন এই লম্বা চওড়া জোয়ান ছেলেটা যে এতো অল্প বয়সেই এতো বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এর সঙ্গে এলেনকে বিয়ে দিলে কেমন মানাবে। যদি তিনি মেয়ের কাছে এসব কথা বা রিচার্ডের সম্বন্ধে কোনকিছু জিজ্ঞাসা করতেন তবে হয়তো এলেন মনে মনে হাসতো। সে তো অনেক দিন আগে থেকেই রিচার্ডকে চেনে এবং পছন্দ করে।

কিন্তু সে রিচার্ডকে ভালবাসলে কি হবে, রিচর্ড তাকে ভালবাসে কিনা মনে মনে সেকথা ভাবতেন এলেন। তার মতো মানুষ কি বনজঙ্গল ফেলে শুধু তাকে কেন, কোন মেয়েকেই ভালবাসতে পারবে? প্রকৃতিকে ছেড়ে আসা তার পক্ষে কি সম্ভব হবে? হয়ত তার মতো অরণ্যচারী শিকারীর পক্ষে আমার মতো কোন মেয়েকে নিয়ে ঘর গেরস্থালী পাতা কোনদিনই সম্ভব হবে না।

একদিন দুজনে হাত ধরে গল্প করতে করতে পৌঁছলেন বেশ দূরে একটা উঁচু ঢিবির উপরে গিয়ে বসলেন। নীচে বয়ে যাচ্ছে কুলকুল করে নদী, চারদিকে গভীর অরণ্য। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ছে ওদের গায়ে। চারদিকে পাখীর ডাক।

Scanned by: Golam Maula

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রিচার্ড হঠাৎ বলেই ফেললেন তিনি এলেনকে ভালবাসেন। এর আগে তিনি অনেকদিন হাজার চেষ্টা করেও যে কথা মুখ থেকে বার করতে পারেন নি তা আজ কতো অনায়াসে যেন পাখীর গানের মতো তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো।

ঐ সহজ সরল মধুর কথাটি শুনে এলেন কিছুক্ষণ মুখ নীচু করে থেকে বলল, 'আমিও তোমার এই কথাটি শোনার জন্য অপেক্ষা করে ছিলাম আবেগে গলা আটকে গেল এলেনের। আনন্দে চোখের কোনায় ভেসে উঠল জলে, ঠোঁটের কোনে ফুটে উঠল এক ঝলক হাসি, 'অনেক অনেক দিন ধরে আমি আমি অপেক্ষা করে আছি। কিন্তু মনে হল বাউণ্ডুলে জীবন কাটিয়ে তুমি বোধহয় এই কথাটি বলতে ভুলে গেছ। মনে হতো হয়তবা কোনদিন তোমার মুখ থেকে ঐ কথাগুলো শুনতে পাব না।'

'যেদিন তোমাকে প্রথম দেখলাম সেদিন থেকেই আটকে গেলাম,' রিচার্ড বললেন, 'আর কোন মেয়ের মুখই আমার মনে কখনো এমন করে ভাসে নি। মাঝে মাঝে বেরিয়ে পরার জন্য পা সুড়সুড় করেছে কিন্তু যেতে পারি নি আমি।

আমি স্বপ্নেও কোনদিন ভাবিনি এভাবে এক জায়গায় এতদিন থাকব—নতুন অভিযানে যাব না' কাঁধের বন্দুক নামিয়ে রাখব। বিশ্বাস করো এলেন আমাকে তুমি একেবারে পাল্টে দিয়েছো। আমি একজন শিকারী ছিলাম, অকারণে জীবহত্যা করতাম—একথা ভাবতে গেলেই আমার মন ব্যাথায় ভরে উঠে। আজ আমার মনে হচ্ছে, বনে জঙ্গলে নিঃসঙ্গ ঘুরে বেড়ানো সত্যিই একটা বোকামী ছাড়া কিছু নয়।'

'কিন্তু রিচার্ড কোন মেয়েকে সুখী করার মতো মন কি তোমার আছে?' এলেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে জিজ্ঞাসা করে।

'আমি তোমায় কথা দিচ্ছি এলেন, প্রাণ দিয়েও আমি তোমাকে সুখী করব—খুশী করবার চেষ্টা করব। এবার দেখো, এখন থেকে ভাল পাতলা সুতীর পোষাক পরবো, পায়ে উঠবে চমৎকার নরম জুতো।'

'কিন্তু ভেবে দেখো নরম সুতীর কাপড় কি তুমি গায়ে তুলতে পারবে? রাতে যখন হাওয়ায় গাছের পাতা শনশন করবে—জঙ্গল থেকে পশুর ডাক পাবে শুনতে তখন কি তুমি ঘরে টিকতে পারবে? বাইরে শিকারে বেরোবার জন্য তোমার প্রাণ আনচান করবে না? তুমি আমাকে ফেলে রেখেই হয়ত জঙ্গলে শিকারে বেরিয়ে পরবে।'

Scanned by: Golam Maula

'না, না, আমি কিছুতেই তোমাকে ছেড়ে চলে যাব না এলেন,' রিচার্ড জোর গলায় বলে ওঠেন,—'কাঁধ থেকে আমি বন্দুক নামিয়ে রেখেছি, এবার দুহাতে তুলে নেবো লাঙল। তোমাকে আগেই বলেছি ভবঘুরে বাউন্ডুলে জীবনকে এখন আমি ঘৃণা করি—প্রচন্ড বোকামীর কাজ বলে মনে হয় আমার। তুমি কি ভাবছ এসব কথা আমি চিন্তা করি নি ?'

এলেন মাথা নেড়ে সায় দেয়। রিচার্ড বুঝতে পারে এলেনের এসব কথা তাদের বিয়ে হওয়ার পথে কোন বাধা নয়। এলেন তাকে নিজের চেয়েও বেশী বিশ্বাস করে, অনেক আগেই এলেন তার কাছে এসে গেছে।

টমাস মের একমাত্র মেয়ের বিয়ে কাজেই তার আয়োজন হলো বেশ জাঁকজমকপূর্ণ। বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে প্রায় দুশো মাইল দূর থেকে ঘোড়ায় চেপে এলেন এক পাদ্রী। একহাতে তার বাইবেল অন্য হাতে রাইফেল। একহাতে জ্ঞানের ভান্ডার অন্য হাতে মৃত্যুর দূত। প্রয়োজনে যুদ্ধ। অথবা শান্তি। যখন যা প্রয়োজন। এরকম পাদ্রীদের তখন হামেশাই চোখে পড়ত। কখনো নম্র শান্তির দূত কখনো ভীষণ কঠিন মৃত্যুদূত।

বিয়েতে বিরাট ভোজ দেওয়া হলো। বহু দূর দূরান্ত থেকে আমন্ত্রিতরা এলো। পঞ্চাশ একশ এমনকি দুশো মাইল দূর থেকেও সবদেশের পুরুষরাই চিনতো রিচার্ডকে—ড্যামিয়েল বুনের বন্ধু রিচার্ড।

তখনকার দিনে মাংস উপহার দেওয়াই ছিল লৌকিকতার অঙ্গ, তবুও কোন অভ্যাগতই মাংস আনল না। রিচার্ডের বিয়ে বলে কথা, এতবড় শিকারী, আনন্দের ব্যাপার—শুধুই স্ফুর্তি, ভোজ আর নাচ চলবে।

আবার লম্বা রাইফেল হাতে নিয়ে শিকারী বেরোলেন রিচার্ড। জঙ্গল জুড়ে পশুদের আর্তনাদ আর পাখীদের কিচির মিচির শুরু হয়ে গেল। সবাই পালাচ্ছে রিচার্ডের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য—মাংসের খোঁজে বেরিয়েছে রিচার্ড। কিন্তু রিচার্ডের হাত থেকে পালন কি সোজা যারাই পালাতে পারল না প্রাণ দিল রিচার্ডের হাতে। তার চওড়া কাঁধ ভরে উঠতেই বাড়ীতে এসে রেখে যেতে লাগলেন রিচার্ড। কতবার যে তিনি টমাস মের বাড়ীতে এসে কাঁধ থেকে শিকার নামালেন তার ঠিকনা নেই। হ্যাঁ সবাই জানুক রিচার্ড বিয়ে করছে আর তার কেমন বৌ আসছে।

Scanned by: Golam Maula

কতকাল ধরে যে এই বিয়ের ভোজ আনন্দ স্ফূর্তির কথা লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াল। এতো ভাল ভোজের আয়োজন, এতো লোকজন এ অঞ্চলে কেউ দেখেনি এর আগে। হরিণ ভালুক আর পাখীর মাংস রান্না আর পুড়িয়ে কত রকমের পদ যে তৈরী হলো। বনজঙ্গল চুঁড়ে সংগ্রহ করা হয়েছিল সরু সুগন্ধি চাল আর নানা রকমের চমৎকার বাদাম আর মধু। এছাড়াও চমৎকার নরম রুটি, কেক, ডিম আর টাটকা মাখন মিলিয়ে কি যে সব সুস্বাদু খাদ্যবস্তু হয়েছিল। শুধু এই নয় এর সাথে ছিল মাংসের চর্বি দিয়ে তৈরী অদ্ভুত রকমের পায়েস। বাড়ীতেই তৈরী করা হলো নতুন ধরনের মদ। এরকম রঙের আর স্বাদের মদ কেউ চেখে দেখেনি এর আগে।

সারারাত ধরে চললো নাচ আর গান। কেনটাকের শিকারী আর চাষীদের মতো নাচিয়ে খুব কমই ছিল সেকালে। এই নাচের ব্যাপার নিয়েও কত কাল ধরে যে গল্প গাথা চললো। শোনা যায় স্বয়ং শয়তান নাকি একটা দৈত্যর ছদ্মবেশে উৎসবে এসেছিল। ব্যাটা নাচের আসরে যোগ দিয়ে সবাইকে বেদম করে এই উৎসবকে পন্ড করতে চেয়েছিল। কিন্তু বেচারার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো—নাজেহাল হয়ে নিজেই বেদম হয়ে পড়লো। আসলে শয়তানটা ভেবেছিল নতুন ধরনের নাচ নেচে অন্যদের তাক লাগিয়ে দেবে। কিন্তু সেয়ানা শয়তানটা কেনটাকের লোকদের ঠিক চিনতে পারে নি। বাজিয়েরা যেই এক-দুই তিন বলে বাজাতে শুরু করল। অমনি ন্যান্সী লী নামে এক মহিলার সাথে দৈত্যটা নাচতে শুরু করল। একটানা প্রায় চৌদ্দ ঘন্টা ধরে নাচতে পারতেন ভদ্রমহিলা—এতেও বেদম হতেন না—এর পরেও সংসারের সব কাজকর্ম করতেন। তার কাছে সুবিধা করতে না পেরে সে নাচতে শুরু করল জেনি রনভেল আর মেরি ম্যাককুইনের সাথে। কিন্তু কোথাওই সুবিধা করতে পারল না সে। কেনটাকের মেয়েদের নাচে হারান অত সহজ নয়। এতেও ব্যাটা না দমে শেষে একা একা নেচে বাজিয়েদের নাজেহাল করার চেষ্টা করল কিন্তু বেদম হয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ল। তখন সবাই মিলে ওর লেজ আর সিং ধরে টানতে টানতে জঙ্গলে এলো। এরপর থেকে সে আর কোদিন কেনটাকের লোকদের পেছনে লাগে নি।

আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা আর ঠাকুরমার মতো এতো ভালো সুখী দম্পতি তখন খুব কমই চোখে পড়ত। সুন্দর বিশাল চেহারার রিচার্ডের দিকে তাকিয়ে মেয়েরা যেমন ঈর্ষার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতো

Scanned by: Golam Maula

তেমনি এলাকার যুবকরাও এলেন মের সোনালী চুল, সুন্দর নীল আকাশের মতো চোখ হাঁ করে দেখতো। বলতো—এমন লম্বা শক্ত সুন্দর মেয়ে কেনটাকে এর আগে আসে নি।

বিয়ের রাতে তারা একসাথে অনেকক্ষণ ধরে নাচলেন! একবার দুবার নয়—এক নাগাড়ে তিরিশবার! তাদের নাচিয়ে নাচিয়ে ক্লান্ত করার জন্য শয়তান নাকি নিজে বাজনা বাজিয়েছিল একবার। তবু তাদের হার মানানো যায় নি। শেষকালে সব অভ্যাগতরা একসঙ্গে বলে উঠল,—'রিচার্ড এলেন তোমরা এবার থামো—একটু স্থির হয়ে নিশ্বেস পেলো।' সত্যিই ভারি সুন্দর জুটি হয়েছিলেন তারা আর তাদের মানিয়েছিলোও বেশ।

বেশ কয়েকমাস কেটে গেলো তাদের বিয়ের পর। দেখেশুনে সবাই মনে করলো রিচার্ডের মন থেকে বাউণ্ডুলে ভাব একেবারে মুছে গেছে। জঙ্গলের ডাক আর এসে পেঁছিয় না তার কানে। টুকটুকে বৌ ঘরে এসে নিভিয়ে দিয়েছে বন্যতার আগুন। একদিনের তরেও জঙ্গলে শিকার করতে বের হলেন না রিচার্ড। বন্দুক, বারুদের ভাঁড় আর হরিণের চামড়ার জুতো জামাকে চিরতরে বিদায় জানিয়েছেন তিনি। তাঁতে বোনা পাতলা সুতীর জামা উঠলো তার গায়ে। সত্যিই চমৎকার —রিচার্ড তার কথা রাখলেন। খসখসে চামড়ার জামা জুতোর বদলে সিল্কের জামা আর নরম মোকাসিনের জুতো উঠলো তার গায়ে পায়ে। নুড়িপাথর আগাছা সরিয়ে জমি পরিষ্কার করলেন তিনি। কালো জমাট মাটিকে লাঙল চালিয়ে মিহি করে ফেললেন—তারপর চাষ করলেন আলু আর গম। চাষের কাজে দিনরাত ব্যস্ত থাকতেন তিনি। মাটি আর ফসলের দিকে তাকিয়ে তার চোখে ভেসে উঠতো কৃষকের স্বপ্ন আর আকাংখা। কুমারী মাটিকে উর্বরা করে ফসল ফলিয়েছেন তিনি। তিনি সত্যিই ভুলেই গিয়েছিলেন যে একদিন তিনি ছিলেন চলমান ভবঘুরে নিঃসঙ্গ শিকারী।

তার শক্ত পেশল বাহু যা একদিন ছিল বন্দুক চালনায় কুশলী তা আজ হয়ে উঠেছে কোদাল আর কুড়োল চালনায় দক্ষ। তার শ্বশুর টমাস মের বাড়ীর পাশেই তিনি তৈরী করলেন একটা ছোট্ট বাড়ী তাদের দুজনের জন্য। গ্রামের লোকেরা অনেকেই বলল, 'দিনকাল ভাল নয় রিচার্ড, একটু শক্তপোক্ত করে বাড়ীঘর তৈরী করো, বেড়া দেও। হা হা করে অবজ্ঞার হাসি হেসে উঠলেন রিচার্ড ঐ কথা শুনে। বললেন, 'রিচার্ড হ্যামন্ডের বাড়ীতেও শক্ত বেড়া লাগাতে হবে?'

Scanned by: Golam Maula

'একথা বলছ কেন, আচ্ছা ধরো যদি রেড ইন্ডিয়ানরা আসে ?' এলেনের প্রশ্ন।

'আরে ওরা আমাকে ভালভাবেই চেনে আর আমিও ওদের প্রত্যেক জাতকেই চিনি। ওরা যদি আসতে চায় আসুক না। ঘরবাড়ীকে খাঁচা বানিয়ে আমি থাকতে পারবো না। আমায় ঘাটালে তাকে ভালো-মতো দু ঘা খেয়ে যেতে হবে যাতে আর কোন দিন এদিকে আসার ইচ্ছে না হয়।'

রাত্রিবেলা টমাস মের বাড়ীতে চুল্লীর পাশে বসে তার সাথে গল্প করে সময় কাটাতেন রিচার্ড। টমাস ধীরে ধীরে পঙ্গু আর বৃদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন, কিন্তু খুব সুখী হয়েছিলেন রিচার্ডের সাথে এলেনের বিয়ে দিয়ে। সত্যিই রিচার্ড যে এতো সংসারী আর ভাল চাষী গেরস্ত লোক হবে এটা ভাবতেও পারেন নি তিনি।

মাঝে মাঝেই দূর দুরান্ত থেকে রিচার্ডের পরিচিত অপরিচিত ভবঘুরে শিকারী লোকজন এসে আতিথ্য গ্রহণ করতো তাদের বাড়ীতে। পূর্ব পরিচিতরা রিচার্ডের সাথে মহানন্দে গলপগুজবে মেতে উঠতো—অপরিচিতরা তার নাম শুনেই তাকে চিনতে পারতো আর নানা দেশের খবর বলতো। চুল্লীতে আগুন জ্বালিয়ে উষ্ণ ঘরে আরামে তাদের পাশে বসে সব জায়গার খবর শুনতেন আর নানা খবর জিজ্ঞাসা করতেন।

'আচ্ছা বলো দেখি, এখন নর্থল্যান্ডের অবস্থা কেমন ?'

'তেমন কিছু গন্ডগোল নেই, ভালই বলা যেতে পারে। তবে শোনা যাচ্ছে হুরণরা আবার নাকি যুদ্ধ বাধিয়েছে।'

'আরে ভাই জোয়ান জবরদস্ত লোকরা কি মেয়েদের মতো ঘরের কোণে বসে থাকতে পারে। ঐ তো হলো জীবন।'

'ওয়ানডট্সদের খবর কিছু জানো নাকি ?'

'হ্যাঁ, তারা নর্থকর্কে একটা যুদ্ধে হেরেছে। এখন চুপচাপ বসে যুদ্ধের ঘা শুকুচ্ছে।'

'আমার যতদূর মনে পড়ছে ওরা তখন সিডনীদের সাথে সন্ধি করবার মতলব ভাঁজছিল। যাকগে, ছাড় ওসব কথা—জেনেই বা কি হবে এখন। তা চামড়ার বাজার কেমন উঠেছে।'

'বাজার বেশ চড়া।'

এই ভাবেই কাটতে লাগল তার জীবন। মাঝে মাঝে বন্দুকটা নামিয়ে ভাল করে পরিষ্কার করে তেলটেল দিয়ে তুলে রাখতেন।

Scanned by: Golam Maula

ঘরে চুল্লীর পাশে শুয়ে বসে অন্যদের নানান যুদ্ধবিগ্রহ আর শিকারের গল্প শুনে কাটাতে লাগলেন জীবন। নেকড়ের ডাক অথবা হরিণের পালের ছুটে হাওয়ার শব্দ শুনলে কানে আঙুল দিতেন তিনি। উত্তরের কানাডার বরফ অঞ্চল থেকে বুনো হাস রাজহাসের ঝাঁক যদি উড়ে যেতো বা কাছাকাছি জলাভূমিতে এসে বসতো তিনি চোখ মাটির দিকে করে ঘরে ফিরে আসতেন। না এসবের দিকে মন দেবনা —এই ছিল তার কথা।

কিন্তু রিচার্ড হ্যামন্ডের জানা উচিত ছিলো বাউন্ডুলে ভবঘুরে শিকারী অতীত জীবনের কথা কোন মানুষ হয়ত বা ভুলে যেতে পারে—কিন্তু কয়েক মাসে তা সম্ভব হয় না। দীর্ঘদিনের শিকারী ভবঘুরে জীবনের অভ্যাস অল্প কয়েক মাসের মধ্যে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করা বোকামী। ক্রমে ক্রমে এমন একদিন এলো যখন তার মনে হলো—এই ঘর-সংসার বদ্ধ জীবন তার দম আটকে ধরেছে—তার জীবনকে দুঃসহ করে তুলেছে। খাঁচায় আটকানো বা ফাঁদে পড়া জন্তুর মতো তার শরীর মনে তীব্র ব্যথা অনুভব করতে লাগলেন তিনি। অরণ্য অথবা খোলা প্রান্তরে যেয়ে বুকভরে মুক্ত বাতাস নেওয়ার জন্য তার প্রাণ আনচান করে উঠলো। গভীর জঙ্গলের পথে পা ফেলবার জন্য নিস-পিস করতে লাগল তার পদযুগল—জঙ্গলের শীতল বাতাসের স্পর্শ পেতে চাইলো তার মুখ চোখ। নিজের মনের সঙ্গে সমানে লড়াই চালাতে লাগলেন তিনি—না, না আমি তো বেশী দূরে যাব না—মাত্র কয়েকদিনের জন্য—এই একটু হাত পা খেলাবার জন্য। দু একটা হরিণের চামড়া আর কিছু ভাল মাংস নিয়ে ফিরে আসবো।

একদিন এলেনকে একথা বলেই ফেললেন তিনি—হ্যাঁ, তিনি তো আদতে চাষীই—কিন্তু যদি সংসারের প্রয়োজনে তাজা মাংসের জন্য দু-একদিনের জন্য জঙ্গলে যাওয়ার দরকার হয়ে পড়ে তাহলে যাবেন নাই বা কেন? এলেনের হাত ধরে বলেন,—'তুমি কিছু মাত্র চিন্তা করো না, আমি দু-একদিনের মধ্যেই ফিরে আসব। ফিরে আসবার সময় নিশ্চয়ই দেখবে আমার কাঁধে মস্ত একটা শুয়োর অথবা ভালুক আর নিয়ে আসব সুন্দর কয়েকটা চামড়া। চিন্তা করবে নাতো। চুপ করে অপেক্ষা করো আমার জন্য।'

হাসতে হাসতে এলেন বললো, 'তোমার জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কি করবো বলো? আমাদের বাড়ী ঘর এটা—চাষের কাজ রয়েছে।

Scanned by: Golam Maula

তুমিতো বেশ বোকা, নিজের বাড়ীতে থাকাকে কি আর অপেক্ষা করা বলে।' রিচার্ড বেরিয়ে পড়লেন তার জঙ্গলের পোষাক পরে আর কাঁধে বন্দুক নিয়ে।

এলেন ভাবেন মনে মনে। আমি তো তাকে জয় করেছি, অমন মস্ত শিকারী বাউন্ডুলে লোককে চাষী করেছি। এই বাড়ী ঘর ক্ষেতজমি আর রিচার্ড সবই একান্ত আমার। কদিনের জন্য সংসারের প্রয়োজনে শিকারে গেলে ক্ষতি কি। আর ছ'মাস পরে আমার কোলে আসবে রিচার্ডের সন্তান। অনেক দিনের অভ্যেস না যেতে দিলে ওর কষ্ঠ হবে। ফিরে আসার পর আবার আনন্দ স্ফুর্তিতে জীবন কাটানো যাবে। সামনে পড়ে রয়েছে দীর্ঘ জীবন—আমরা হবো সবচেয়ে সুখী মানুষ।

আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা তো প্রথম দিনেই প্রায় বারো মাইল পথ পেরিয়ে এলেন। জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ তার চোখে পড়ল তিনটে চমৎকার হরিণ। ধীরে ধীরে তিনি কাঁধ থেকে বন্দুক নামিয়ে নিলেন; কিন্তু গুলি করলেন না। তার মনের মধ্যে কেমন একটা করতে লাগল। চোখে মুখে ফুটে উঠলো এক আশ্চর্য ভাব। তিনি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন ঐ এক জায়গায় হাতে বন্দুক নিয়ে, কিন্তু কিছুতেই গুলি করতে পারলেন না। এগিয়ে চললেন।

এই গভীর অরণ্য—গাছপালা পশু পাখী, এরই মধ্যে বড় হয়েছেন তিনি। এদের সাথে তার প্রাণের যোগ—গভীরভাবে চেনেন এদের।

Scanned by: Golam Maula

হয়ত হরিণ তিনটেও রিচার্ডের মনের ভাব বুঝতে পেরেছিল। রিচার্ড ঐ একই যায়গায় পাথরের মতো দাঁড়িয়ে তার পুরোনো জীবনের কথা ভাবছিলেন। তিনি তখন ছিলেন একজন মুক্ত মানুষ—আদিম বন্যতার অংশ, একজন শিকারী ছন্নছাড়া বাউন্ডুলে—কঠিন কঠোর প্রাণ ছিল তার। তখন অবশ্য তাকে বেঁধে রাখেনি কেউ এখনকার মতো ভালবাসা স্নেহ আর কোমলতা দিয়ে—তখন তাঁর স্ত্রী এলেন ছিল না।

তার মনের মধ্যে চলতে লাগল গভীর দ্বন্দ। বন্দুক নামিয়ে রেখে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, মুখে ফুটে উঠল কষ্টের ছাপ। একদিকে মুক্ত জীবন—আদিম বন্যতা—সেই পুরোনো দিনের লড়াকু জীবনের স্মৃতি অন্যদিকে শান্ত উষ্ণ গৃহকোণ, নিজের হাতে চাষবাস ফসল ফলানোর আনন্দ আর এলেনের মধুর সান্নিধ্য। অমন বাড়ী ঘর স্ত্রী ছেড়ে তিনি কোথায় চলেছেন গহন বনে কদিন ধরে।

অবশেষে বন্য জীবনেরই পরাজয় ঘটলো। এলেনের ডাক যেন তিনি শুনতে পেলেন। চোখের উপর ভেসে উঠল তার বাড়ীঘর আর এলেনের মুখ। প্রায় দিন পনেরো পরে তিনি ফিরলেন বাড়ীর দিকে। মাঝে মাঝে বির বির করে বলতেন—'তোমার গলার স্বর আমি শুনতে পাচ্ছি—দু চারদিনের মধ্যেই পেঁছিব।'

ভালই হলো। একা একা কয়েকদিন বনের মধ্যে কাটিয়ে একটা প্রশ্নের মীমাংসা চিরদিনের জন্য হয়ে গেছে। যদিও তার মনের মধ্যে দীর্ঘ অতীত জীবনের নানা স্মৃতি ভীড় করে এসেছে, তাহলেও তিনি বুঝতে পেরেছেন তার মন সত্যিই কি চায়। তিনি এখন ফিরে চলেছেন ঘরে—বৌ-এর কাছে।

না—আর কোনদিন ঘর ছেড়ে এভাবে বেরোবেন না তিনি।

লম্বা লম্বা পা ফেলে বাড়ীর দিকে ফিরছেন রিচার্ড। চওড়া কাঁধের উপর বিশাল একটা হরিণ—যদিও এক নাগাড়ে হাঁটায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি, তবুও তার মুখে ফুটে উঠেছে বিজয়ীর হাসি। তার মনের ভিতরে যে বন্য ভবঘুরে মানুষ ছিল তার সাথে লড়াই করে আজ জয়ী তিনি। এতদিন ঘুরে তার পোষাক ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে, কাদায় হয়েছে নোংরা। তবু এলেন যখন তার এই হাসি দেখবে আর শুনবে তার ফিরে আসার ব্যাপারটা, তখন এই দীর্ঘদিন জঙ্গলে কাটাবার জন্য নিশ্চয়ই রাগ করবে না। বুঝতে পারবে রিচার্ড এখন চিরকালের জন্য শুধুই তার—জঙ্গলের আহ্বান আর কোনদিন পেঁছিবে না রিচার্ডের কানে।

Scanned by: Golam Maula

মনের আনন্দে বাড়ী ফিরে চললেন আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা। পিঠে যদিও ভারী বোঝা তবুও তিনি প্রায় দৌড়ে গান গাইতে গাইতে চলেছেন। কিন্তু বাড়ীর কাছে এসে তার গান বন্ধ হয়ে গেল, থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। কাঁধের উপর থেকে ধপাস করে পড়ে গেল হরিণটা, খসে পড়ল হাতের বন্দুক, তার মুখের গান যেন ব্যথায় জমে গেল জিভের ডগায়। পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। তার বুক বেদনায় ফেটে পড়তে চাইলো, মুখে ফুটে উঠলো সেই অব্যক্ত ব্যথার বিষাদের ছায়া।

Scanned by: Golam Maula

তার এত সুখের সংসার ঘরবাড়ী সব ধুলোয় মিশে গেছে। আধ-পোড়া কাঠের টুকরো এদিকে ওদিকে ছড়ানো, চারদিকে ছাই-এর স্তূপ। এক মাত্র ঘরের চুল্লীটা আস্ত অবস্থায় যেন সব কিছু দৃশ্য তাকিয়ে দেখেছে। এই ধংসলীলার একমাত্র সাক্ষী যেন সেই। ছাই-এর গাদার মধ্যে উঁচু হয়ে রয়েছে একটা নূতন কবর।

তার হৃদয় দুঃখে ব্যথায় যেন মুচড়ে ওঠে। এমন তীব্র অসহনীয় কষ্ট রিচার্ড এর আগে কোনদিন অনুভব করে নি। কবরের উপরে একটা ছোট্ট কাঠের ক্রস লাগান নাম লেখা। নীচু হয়ে নামটা পড়বার চেষ্টা করেন রিচার্ড। তার চোখ দিয়ে বুকের ব্যথা যেন গলে জল হয়ে টপ টপ করে পড়ে। শুধু একটি নামই লেখা রয়েছে। টমাস মে।

চারপাশে পাগলের মতো খুঁজে চলেন রিচার্ড, কিন্তু অন্য কোন কবর মেলে না। বহু সময় কেটে যায়। এবার তার দুঃখ আর বেদনা ক্রোধে রূপান্তরিত হতে থাকে। ক্রুদ্ধ বাঘের মতো গজরাতে গজরাতে তিনি ঘুরতে থাকেন ছাই গাদার চারপাশ দিয়ে। কিন্তু মেলে না কিছু।

অবশেষে হাঁটা দিলেন বুনের বাড়ীর দিকে। বড় ক্লান্ত লাগছে—শরীরের সমস্ত রক্ত যেন কে শুষে নিয়েছে। শরীর ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। বুকের ভিতরটা টনটন করছে তীব্র ব্যথায়। রাস্তায় পুরুষেরা ওকে দেখে দুপাশে সরে দাঁড়ায়, এগিয়ে যেতে দেয় ওকে। মেয়েরা কেঁদে ওঠে ফুঁপিয়ে। মুখ দিয়ে কারও কোন কথা বের হয় না। ঘটনায় বোবা হয়ে গিয়েছে শিশুরা—মায়েদের গায়ে লেপটে তারা দাঁড়িয়ে আছে। সবার মুখেই ব্যাথার ছাপ—একটা বিরাট ঝড় যেন বয়ে গিয়েছে সবার উপর। কেউ তাকে কিছু বলেওনা কেউ তাকে বাধাও দেয় না।

Scanned by: Golam Maula

বলার কিছুই নেই। এরকম ঘটনা আগেও ঘটেছে। সবাইকে দেখতে হয়েছে, ভবিষ্যতেও এরকম ঘটবে। পাহাড় ডিঙিয়ে—দূর দূরান্তরের নানা দেশ থেকে দুর্গম পথ পেরিয়ে এই নতুন দেশে যারা এসেছে—বনজঙ্গল হাসিল করে ক্ষেতিবাড়ী করে সোনার ফসল ফলাচ্ছে তাদের এর জন্য কিছুটা মূল্য দিতে হবে বৈকি।

কাঠের বেড়া পেরিয়ে জোর কদমে বুনের একেবারে মুখোমুখি যেয়ে দাঁড়ালেন রিচার্ড। তার চোখে ফুটে উঠেছিল একটাই প্রশ্ন। গলা শুকিয়ে গেছে তার। কোন স্বর বেরোলো না গলা থেকে। শুধু একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। বুনও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। একটু সময় দেন—ভাবেন রিচার্ডকে আগে কথা বলতে দেওয়াই ভাল। রিচার্ড কিছু বলে না—অবশেষে তিনিই বলে ওঠেন।

'আমি দুঃখিত রিচার্ড!'

'আমি জানতে চাই তাকে কি ওরা মেরে ফেলেছে।' ব্যথাভরা আর্দ্র

Scanned by: Golam Maula

কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন রিচার্ড। 'তাকে যদি মেরে ফেলে থাকে আমাকে জানান, শুধু শুধু দেরী করিয়ে দেবেন না।'

'না তাকে মেরে ফেলেনি রিচার্ড, তুমি একটু শান্ত হও।'

'ঈশ্বরের দিব্যি। কি ঘটেছিল আমাকে খুলে বলুন ড্যানিয়েল।'

'ওকে ধরে নিয়ে গেছে।'

একদৃষ্টে বুনের দিকে তাকিয়ে থাকেন রিচার্ড। দুজনেই চুপচাপ। রিচার্ডের চোখ যেন স্থির হয়ে যায়, চোখের জ্যোতি যেন নিভে আসতে চায়।

অবশেষে মুখ খুলে রিচার্ড। তীব্র স্বরে প্রশ্ন করেন বুনকে।

'আপনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, আপনি আমার বন্ধু, তাই কিনা, আপনি এখন আমাকে এই খবর দিচ্ছেন। আপনার জন্যে আমি ঘরবাড়ী, আত্মীয় স্বজন, আমার পরিবারের আর সবাইকে ছেড়ে এই নতুন জায়গায় এসে বাস করছি—আপনার পরামর্শে ঘর সংসার করছি। আপনার প্রতি একটা বিশ্বাস ছিল আমার—আপনার জন্যে কিন্তু আমি যে কোন সময় প্রাণ দিতে পারি। আর ওরা ওকে ধরে নিয়ে গেল আপনি কিছু বললেন না—চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখলেন। তাদের পিছনে সবাইকে নিয়ে না যেয়ে আপনি ঘরে চুল্লীর পাশে বসে আরাম করলেন।'

আর কিছু বলতে পারে না রিচার্ড, মাথা নীচু করে বসে থাকে।

বুন খুব আস্তে আস্তে বলে, 'তুমি ভুল বলছ রিচার্ড, আমরা সবাই তাদের পিছু নিয়েছিলাম, কিন্তু বেশী দূরে যাওয়া গেল না। এখানেও তো মেয়েরা বাচ্চারা ছিল, ওদের ফেলে বেশী এগোনতে বিপদ আছে। আর ওরা ছিল এক বিরাট দঙ্গল। লড়াই অনেক দিন ধরে চলতো—কিন্তু মেয়ে বাচ্চাদের এভাবে ফেলে লড়াইতে যাওয়া যায় না।'

'ইন্ডিয়ানদের কোন দল তারা।'

'বিরাট দল। অনেক ছিল—স্বানি, ওয়ানডট, হুরণ আরও ছোট ছোট অনেক দল। কিছু করার ছিল না রিচার্ড। কোথায় ওরা চলেছে বা ওকে কোথায় রেখেছে কি করে বুঝবো। অত বড় দল না হলে আমরাও কি ছেড়ে দিতাম?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বুন সান্ত্বনা দেন রিচার্ডকে।

'তুমি একটু শান্ত হও রিচার্ড, এখানে কিছুদিন অপেক্ষা করো। ওরা আবার এই পথেই মনে হয় ফিরবে। আমরা তখনই এর উচিত প্রতিশোধ নিতে পারবো। আমার মনে হয় কিছুদিন অন্তত অপেক্ষা করা উচিত।'

Scanned by: Golam Maula

'আপনারা অপেক্ষা করুন। আমার প্রতিশোধের পদ্ধতি আলাদা।' রিচার্ড আবার তার বন্দুক হাতে তুলে নিলেন। 'কারও সাহায্য চাইনা আমি। আগেও একাই ছিলাম—এখনও একাই থাকতে চাই। ঈশ্বর যেন বাঁচান ইন্ডিয়ানদের। আমার প্রতিশোধ টের পাবে ওরা জীবন দিয়ে। চিরকাল বংশপরম্পরায় মনে রাখবে আমাকে। আমার প্রিয় সংসারকে ধ্বংশ করা এতো সহজ ব্যাপার নয়। এটা বুঝবার দরকার আছে। আমি রিচার্ড হ্যামন্ড।'

রিচার্ড খুনের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে নিলেন গুলি-বারুদের ভাঁড়, কাঁধে তুললেন বন্দুক। গভীর অরণ্যের পথে শুরু হলো তার যাত্রা।

ঐ সময়টা ছিল খুব খারাপ। চারদিকে বিপদ। ভয়াবহ যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। সবার মনে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা। সারা পশ্চিম অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে বীভৎস যুদ্ধ—খুনোখুনি। পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের গৃহযুদ্ধের সাথে এর কোন মিল নেই। পূর্ব সীমান্তে চলেছে আদর্শের জন্য লড়াই। পরাধীনতার পাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতার জন্য লড়াই। তার থেকে এই পশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধ সম্পূর্ণ অন্য-রকমের, এ লড়াই জমির জন্য—এলাকা দখলের লড়াই—রুটীর জন্য—ভাল ভাবে বৌ ছেলেমেয়েদের বাঁচাবার জন্য। লাল চামড়ার মানুষ খুন করছে সাদা মানুষদের, সাদা চামড়ার মানুষ প্রতিশোধ নিচ্ছে তার অনেক গুণ বেশী। কারণ হয়তো অতি সামান্য। কিন্তু প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধ বিরাট, কোন শেষ নেই তার। এ ওকে অন্যায়ের শিক্ষা দিচ্ছে তার বদলে আবার ও দিচ্ছে একে। চারপাশে দাউ দাউ করে জ্বলছে ঘৃণার আগুন আর সে আগুণ ছড়িয়ে পড়ছে এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে—পশ্চিম থেকে পূর্বে। রক্তে দেশের মাটি কালো না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এর যেন আর শেষ নেই।

গ্রাম পত্তন করে; সুন্দর সুন্দর বাড়ীঘর করে, চারপাশে বেড়া দিয়ে নিরাপদে চাষ আবাদ করে সুখে জীবন কাটাতো যারা—তাদের বাড়ীঘর ছেড়ে গভীর জঙ্গলে আস্তানা গাড়তে হয়েছিল। তারা সেখান থেকে দেখতে পেতো দাউ দাউ করে জ্বলছে তাদের এত সাধের ঘরবাড়ী। জমে উঠছে পোড়া ছাই-এর গাদা আর ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে চারদিক। কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে চাষ আবাদ করতে যেতে হতো মাঠে। শিকারে বেরিয়ে অসাবধান হলেই ফিরে আসতো না কেউ।

Scanned by: Golam Maula

কেউ জানতো না কবে শেষ হবে এই অশান্তি। পাশাপাশি বাস করবে সবাই—শান্তি ফিরবে দেশে—জীবনের নিরাপত্তা আসবে ফিরে।

বৌ-এর খোঁজে বেরিয়ে মাইলের পর মাইল চলতে থাকলেন রিচার্ড। দেশ থেকে দেশান্তরে খোঁজ করতে লাগলেন এলেনের। মাসের পর মাস ধরে হাজার হাজার মাইল পথ চললেন আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা। বুনো লতার মতো বেড়ে উঠলো তার মাথার চুল। জট পাকিয়ে গেল চুলে। গায়ের পোষাক গেল খসে—গায়ে উঠলো কখনো গাছের বাকল—কখনো জীব-জন্তুর চামড়ার আবরণ। হাঁটতে হাঁটতে উত্তরের ওজিব-ওয়েতে পেঁাছে সন্ধান করতে লাগলেন। অদ্ভুত অনুর্বর এই দেশ। গাছপালাও খুব লম্বা হয় না। নীরব নিস্তব্ধ দেশ—কুল কুল শব্দে বয়ে চলে ঝর্ণা—জল কিন্তু কালির মতো। জঙ্গলে একটা নেকড়ের ডাকও শোনা যায় না। তারপর চলে এলেন একেবারে দক্ষিণে। ফ্লোরিডার জলাভূমির আশেপাশ, খোঁজ চালালেন তার। নিস্তব্ধ রহস্যে ঢাকা এই সব জলাভূমি অঞ্চল। বিলস্কীতেও খোঁজ চালাতে লাগলেন। ভয়ংকর জায়গা গা শিরশির করে।

এমন সব দেশ এবার পাড়ি দিলেন তিনি—যেখানে কোন সাদা চামড়ার মানুষ আগে কখনো পা ফেলেনি। ক্রমশ অদ্ভুত অদ্ভুত জীবজন্তু গাছপালা পোকামাকড় আরও অন্যান্য জিনিস তার চোখে পড়ল—যা সাদা চামড়ার মানুষ তখনও কল্পনাও করতে পারতো না। কোন কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নেই তার। তীব্র ব্যাথায় বুকের মাঝখানটা জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাথার পরিমাপ কোন কিছু দিয়েই করা যায় না। একটা ছুঁচোলো ছুরি দিয়ে কে যেন সব সময় হৃৎপিন্ডে

Scanned by: Golam Maula

খোঁচা দিচ্ছে। তিনি না পারেন ঘুমতে না পারেন খেতে—সব সময় তার চোখের সামনে বারবার ভেসে ওঠে একটি মুখ। সে মুখতো ভোলা যায় না—সে যে এলেনের মুখ। ঐ পোড়া বাড়ী ঘরের কথা—টমাস মের কবরের কথা ভুলতে পারেন না তিনি।

সারা দেশময় তার পরিক্রমা শেষ হলো। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সমস্ত দিকই ঘুরে এলেন তিনি—কোন সন্ধানই পেলেন না। কত লোককে জিজ্ঞাসা করেছেন, কোন লোকই কিছু বলতে পারছে না। যেখানেই রাতের আশ্রয় নিয়েছেন, যেখানেই কোন মেয়ের কণ্ঠস্বর বা শিশুর ক্রন্দন শুনতে পেয়েছেন সেখানেই তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন কেউ দেখেছে কিনা একটি লম্বা সুন্দর মেয়েকে—যার কোলে এতদিন সন্তান এসে যাওয়ার কথা—নাম এলেন।

তার কথা শুনে সবাই মাথা ঝাঁকায় না এরকম কাউকে দেখা যায় নি। তার ব্যথা বুঝতে পারে সবাই। স্বজন হারানোর ব্যাথা তারা বোঝে। ঠিক এমনভাবেই কোন এক দিন তাদের ছেলেমেয়ে বৌকেও হারাতে হয়েছিল। অনেকে জবাব দিয়েছে—লম্বা সুন্দর মেয়ে অনেকই তো এদিকে আছে, কিন্তু কেনটাক থেকে এসেছে—কই চোখে দেখিনি বা শুনিনি তো।

ধীরে ধীরে আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা একজন খুনে হয়ে উঠলেন। সারা সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে লোকের মুখে ফিরতে লাগলো তার নাম—অতি ভয়ঙ্কর লোক। রেড ইন্ডিয়ানদের খুন করতেন তিনি। কতো যে করেছিলেন তা সংখ্যায় গোণা কঠিন। রেড ইন্ডিয়ানদের কাছে একটি ভীতিপ্রদ ভয়াবহ লোক হয়ে উঠলেন তিনি।

এভাবেই গভীর পাপ করতে শুরু করলেন তিনি। যত খুন করতেন পাপ বেড়ে উঠতো তত আর বুকের মধ্যে জ্বলে উঠতো প্রতিহিংসা প্রতিরোধের আগুন। মনের ভিতর আঁকা হয়ে যেতো খুনের ছবি। তিনি বিশ্রাম ভুলে গেলেন, হয়ে উঠলেন একেবারে অশান্ত। জীবনের একমাত্র সঙ্গী তার লম্বা বন্দুক। তিনি যে একবার সংসারে আনন্দ সুখ পেয়েছেন—অন্য কিছুই তাকে তা দিতে পারে না।

সেসব দিনে শান্তির বাণী ছিলো নিস্ফল। অশান্ত পাপে ভরা ছিল সেসব দিন। সমঝোতা মিলনের কথা শুনতে চাইতো না কেউ।

Scanned by: Golam Maula

শুনতে না চাইলেও এগুলিই ছিলো জনি আপেলসীডের বাণী জনি আপেলসীড সম্পর্কে এবারে কিছু বলব তোমাদের। আর বলব কিভাবে আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা তার সান্নিধ্যে এলেন।

বছরের পর বছর ঘুরে গেল। এবারে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন রিচার্ড। সীমান্ত অঞ্চলে এক পাতাছাওয়া কুঁড়ে ঘরে এক রাত্তিরে আশ্রয় নিলেন তিনি। সাদা চামড়ার মানুষেরা এ অঞ্চলে খুবই কম আসতো—যারা আসতো তারা পেতো মহা যত্নআত্তি—একেবারে যাকে বলে জামাই আদর। আর তারা যদি পর্যটক বা শিকারী হতো তবে নানা দেশের খবর শুনতে শুনতে চলতো আপ্যায়ন।

মহা আদর যত্নে তারা রিচার্ডকে খাওয়ালো। তার খাওয়া দেখতে একটা ছোটখাট ভীড় জমে গেলো। মেয়েরা তার খাওয়ার প্রশংসা করলো। এতবড় লম্বা চওড়া চেহারা দেখে বেশ ভয় পেয়েছিল বাচ্চার দল—ড্যাব ড্যাব চোখ করে তার খাওয়া দেখতে লাগল তারা। কিশোর কিশোরীরা বিস্ময় ভরা চোখে তার বীরত্বপূর্ণ চেহারা আর গল্প শুনছিল। তারা মহাবীর বলে মনে করত এই সব শিকারীদের।

রাত্রি হলে ছোটরা ঘুমোতে গেলো কাঠের মাচায়। তারপর রিচার্ড চুল্লীর পাশে বসে শুরু করলেন তার কথা। গভীর রাত পর্যন্ত

Scanned by: Golam Maula

দেশ-বিদেশের জানা গল্প শোনালেন তাদের, শেষে এলেন ঐ প্রশ্নে—তারা দেখেছে কিনা তাকে।

'কেনটাকের মেয়ে সে—নাম এলেন। খুব লম্বা আর সুন্দর দেখতে—কোলে এখন বাচ্চা থাকবে।'

'না, এরকম কাউকে দেখিনি আমরা,' তারা দুঃখ প্রকাশ করে মাথা নাড়লো।

এই প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য রিচার্ড যে কতো পথ পাড়ি দিয়েছেন তাতো তারা জানতো না। কতো লোককে কতো বার যে এই একই প্রশ্ন তিনি করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু প্রত্যেকবারই এ প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন, 'না'।

এবার কিন্তু একটা অন্য ব্যাপার ঘটলো, বাড়ীর কর্ত্তা আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদাকে ডেকে বললেন, 'আমি তোমাকে একটা পথ বাৎলাতে পারি। একজন লোকের খোঁজ বলছি তোমায়, তিনিই একমাত্র পারেন। তিনি এ সম্বন্ধে সব খবরই রাখেন। তোমার স্ত্রী যদি সত্যি এখনো বেঁচে থাকে তবে তিনি তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনতে পারবেন।'

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো রিচার্ড হ্যামন্ডের মুখ। এতকাল পরে এই প্রথম তিনি খুশী হওয়ার মতো একটা খবর শুনলেন। সামনে এগোবার একটা পথ খুঁজে পেলেন।

'কিন্তু তিনি লোকটি কে?' রিচার্ড জিজ্ঞাসা করেন।

'তিনি হলেন জনি আপেলসীড, এই নামেই আমারা ডাকি তাকে। তিনি সকলের কাছেই শান্তির বাণী প্রচার করেন—সে লাল চামড়াই হোক বা সাদা চামড়াই।'

'কোথায় খুঁজে পাবো তাকে?'

'তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।' কর্ত্তা বললেন,—'হাজার হাজার মাইল খোঁজ করতে হবে তোমাকে। এই ধরো গিয়ে প্রায় মাসখানেক আগে তিনি আমার এখানে একটা রাত কাটিয়ে গিয়েছিলেন। যাবার সময় আমার বাড়ীর চারপাশে আপেলের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন।'

'কি বললেন, আপেলের বীজ'—চোখ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন রিচার্ড।

'হ্যাঁ, আপেলের বীজ ছড়ান। এইটাই তাঁর বড় কাজ। তিনি শান্তি চান, একজন সন্ন্যাসী। যদিও ধর্মের কোন যোগ নেই তার সাথে। কোন ধর্মের বই তিনি সাথে নিয়ে বেরোন না বা কাউকে

Scanned by: Golam Maula

কোন ধর্মে পরিবর্ত্তিত হতে বলেন না। তিনি চান সবাই শান্তিতে থাক। ইচ্ছেমত সবার কাছেই যান শান্তির কথা বলেন। কেউ তাকে কখনো আঘাত করে না। ইন্ডিয়ানদের তিনি নিজের সন্তানের মতো ভালবাসেন। তুমি শত চেষ্টা করেও তাকে ঘৃণা করতে পারবে না বা দূরে ঠেলে রাখতে পারবে না।'

'কিন্তু কি আশ্চর্য, আপেলের বীজ ছড়ানো, কোন মানেই নেই', বির বির করতে থাকেন রিচার্ড,—'অর্থহীন পাগলের কাজ।'

'তুমি একটা আহাম্মক তাই তাকে পাগল বলছো।' বাড়ীর কর্ত্রী প্রচন্ড রেগে বল্লেন।

'না হে ভুল করছো, পাগল তিনি নন। তিনি অনেক মহৎ। তাঁর মতো আরও কিছু লোক থাকলে পৃথিবীতে কোন অশান্তি থাকতো না—সবাই সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতো।' কথা বলতে বলতে বাড়ীর কর্ত্তার চোখ দুটি ভক্তিতে শ্রদ্ধায় ছলছল করতে থাকে।

'তার ব্যবহার অবশ্য সাধারণ মানুষের মত নয়, তিনি লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ান আর আপেলের বীজ ছড়াতে বলেন।' বাড়ীর কর্ত্রী মুখ খুললেন আবার। 'তিনি নিজেও সব সময় বীজ ছড়ান। কতো বীজ যে তিনি এপর্যন্ত ছড়িয়েছেন তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে। এক সময় যাতে সারা দেশ আপেল গাছে ভরে উঠতে পারে আর পাকা পাকা আপেলে ছেয়ে যেতে পারে সেই কাজই করে চলেছেন তিনি।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু আমার বৌকে তিনি খুঁজে পাবেন কি করে?' লজ্জা জড়িত গলায় জিজ্ঞাসা করেন রিচার্ড।

'তুমি বুঝতে পরেছো না, রেড ইন্ডিয়ানরা কেউই তার কাছে কোন কথা গোপন করে না—তিনিও ওদের সব কিছুই জানতে পারেন। লোকে বলে তিনি নাকি জন্তুজানোয়ার পাখ-পাখালি সবার কথাই বুঝতে পারেন। তিনি কিছু বললে ওরাও তার কথা শোনে। ওরাই হয়ত তোমার বৌ-এর খবর জানাবে ওকে।'

রাত কেটে ভোর হয়। আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা আবার রওনা হবেন পথ পরিক্রমায়। সেই সময় বাড়ীর কর্ত্রী এসে তার হাত চেপে ধরে অনুরোধ জানালো, 'রিচার্ড আমি বলছি তুমি জনি আপেলসীডের খোঁজ করো। তাকে পেলেই তোমার মনের অশান্তি দূর হয়ে যাবে।

Scanned by: Golam Maula

আশ্চর্যজনকভাবে স্ত্রীর অনুসন্ধান পরিবর্তিত হলো একটি একাকী মানুষের সন্ধানে—তিনি জনি আপেলসীড। এর পরে যেখানেই রিচার্ড যেতেন—রাত কাটাতেন—সেখানেই খোঁজ করতেন জনি আপেলসীডের —বলতেন তার কথা।

প্রায় সব লোকই তার কথা শুনেছে। অনেক লোক তাকে দেখেছে—তার কথা শুনেছে। তিনি নিজেই তো একজন মুসাফির—ভবঘুরে। তিনি পায়ে হেঁটে শুধু ঘুরে বেড়ান—দেশ থেকে দেশান্তরে। এমন কাউকেই রিচার্ড পেলেন না যে তার বদনাম করলো। প্রায় প্রত্যেকের কাছ থেকেই শুনলেন একই রকমের উত্তর।

'এই তো মাসখানেক আগে তিনি একবার এদিকে এসেছিলেন।'

'হ্যাঁ, মাত্র একটা রাত বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এক টুকরো রুটি আর একবাটি দুধ খেয়েছিলেন।'

'বেশ কিছুদিন আগে আমাদের এখানে এসেছিলেন। সারা সন্ধ্যে বসে বাচ্চাদের সাথে খেলা করেছিলেন। যাওয়ার সময় আমাকে একজোড়া জুতো দিয়ে গেলেন। কে একজন তাকে দিয়েছিল, কিন্তু তিনি পরতে পারেন না, পা জ্বালা করে।'

'হ্যাঁ মশাই, তিনি এসেছিলেন অল্পসময়ের জন্য। চলে গেলেন ঐ পশ্চিমের দিকে।'

'বেশ খানিকক্ষণ ছিলেন, এইতো এই পাথরটার উপরে বসেছিলেন। যাবার আগে বাড়ীর চারপাশে আপেলের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন।'

নানা লোকের কাছ থেকে তার কথা শুনতে শুনতে এগিয়ে চললেন রিচার্ড। যে দিকে তিনি গিয়েছেন প্রত্যেকেই সে দিক তাকে দেখিয়ে দিল। কিন্তু পশ্চিমের পথ তো যেয়ে মিশেছে সোজা সেই মিসিসিপি নদীর অববাহিকার গভীর জঙ্গলে।

'হ্যাঁ, ঐ পশ্চিম দিকের পথ ধরে সোজা চলে যাও—ঐটেই হলো তার পথ।' তারা বোঝাতে লাগল আমার ঠাকুরদার দাদুকে। 'তিনি সব সময় পড়ন্ত সূর্যের দিকে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে থাকেন। পশ্চিম দিকেই তিনি গ্যাছেন। চলার পথে গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতে তিনি যান, আপেলের বীজ ছড়ান—আর সুখে শান্তিতে থাকতে বলেন। তার হাতের লাগান গাছের ফল উপভোগ করবো আমরা।'

Scanned by: Golam Maula

পথে আরও অনেক কথা শুনতে পান জনি আপেলসীড সম্পর্কে। কারও জীবন বাঁচিয়েছেন, কারও মনের অশান্তি দূর করে দিয়েছেন। কোন গ্রাম ধ্বংস করতে এসে তাকে দেখে, তার মুখের কথা শুনে মাথা নীচু করে ফিরে গেছে আক্রমণকারীরা। এমন আরও কত সব কাহিনী।

কিন্তু রিচার্ড পড়লেন মহাসমস্যায়। তার কথা শোনা আর তাকে পাওয়ার মধ্যে দুস্তর ফারাক। দেখতে দেখতে প্রায় আর এক বছর ঘুরতে চললো।

ধীরে ধীরে রিচার্ডের বিশ্বাস হলো—তিনি বুঝতে পারলেন, তার স্ত্রী আর বেঁচে নেই। কি হবে আর জনি আপেলসীডকে খুঁজে—এলেনকে তো আর পাওয়া যাবে না।

তবুও তিনি পথ ধরে এগোতে লাগলেন। খোঁজ করতেন জনি আপেলসীডের। এছাড়া তার আর কি করার আছে। তার কোন বন্ধন নেই—নেই কোন ভবিষ্যৎ—এদিকে ওদিক ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কি করবেন তিনি।

চলতে চলতে একদিন মিসিসিপি নদীর পাড়ে একটু উঁচু ঢিবির উপরে এসে বসলেন রিচার্ড। গর্জন করে নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে প্রবল নদী। বয়ে চলেছে আপন মনে নীচের দিকে। আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। সূর্য ডুবুডুবু। লাল আলোর ছটা এসে পড়েছে রিচার্ডের মুখে চোখে। পাখী ডাকছে। সামনে দুটো চারা গাছ, নতুন পাতায় ভরে উঠেছে—পাতাগুলো সাদা সাদা যেন তুষার জমেছে। এই ঘন বনের মধ্যে একটা আপেল গাছ দেখে রিচার্ড উঠে যেয়ে দেখেন আপেল গাছে ঝুলছে অজস্র টকটকে পাকা আপেল।

বড় ক্লান্ত লাগছে তার। নরম নরম সবুজ ঘাসের গালিচায় শরীর এলিয়ে দিলেন তিনি। চোখ যেন বুজে আসতে চায়। হঠাৎ দেখেন একটা লোক যেন এগিয়ে আসছে, হ্যাঁ মনে হচ্ছে তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

এগিয়ে এলেন লোকটি আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার কাছে। গায়ে একটি মোটা কাপড়ের হাতকাটা ফতুয়া। মাথা খোলা—কোন টুপি নেই। একটা পাকানো দড়ি তার কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো।

Scanned by: Golam Maula

একটা থলে ঝুলছে আর এক কাঁধ থেকে। খালি পা। হাঁটু পর্যন্ত একটা কাপড় পেঁচিয়ে পরা। আটকা হাত দুটো ঝুলছে দুপাশে। ইনিই জনি আপেলসীড। আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন এরকম আচমকাই একদিন ওর সাথে দেখা হয়ে যাবে। কাঁধের ঝুলিতে আপেলের বীজ ভরা। বসন্ত কাল। এখনই আপেলের বীজ ছড়ানোর উপযুক্ত সময়। বয়স যে তার খুব বেশী তা নয়। লম্বা লম্বা চুল—মুখে এক গাল দাড়ি। রোদে পুড়ে তার চেহারাও রিচার্ডের মতো কালো হয়ে গেছে। কিন্তু কি উজ্জ্বল, ঘন নীল তার চোখ আর স্থির মায়াভরা সেই চোখের দৃষ্টি।

তিনি কাছে এসে দাঁড়াতেই রিচার্ডের মনটা এক অনাস্বাদিত পুলকে ভরে উঠলো। অশান্ত জ্বালা ধরা হৃদয় মুহূর্তে যেন শান্ত ঠান্ডা হয়ে গেল। হঠাৎ একি অদ্ভুত পরিবর্তন। এরকম তিনি আগে কখনো পান নি। এ শান্তি যেন প্রকৃতির মতো, ধীরে বয়ে যাওয়া নদীর স্রোতের মতো অথবা পাকা ফলভারে নত আপেল গাছটির মতো—সম্পূর্ণ আলাদা একরূপ।

'আপনি কে?' জিজ্ঞাসা করলেন রিচার্ড।

'আমায় সবাই জনি আপেলসীড বলে জানে।' তাঁর মুখে চোখে একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। তিনি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'আমার কাছে একটুকরো রুটি আছে—বাসি রুটি অবশ্য। এই গভীর জঙ্গলে রুটি আর নুন তো সহজে পাওয়া যায় না। তুমি যদি একটুকরো রুটি নাও তাহলে খুব খুশী হবো।'

এবার রিচার্ডের গায়ের পাশে এসে বসলেন জনি আপেলসীড। রুটিটাকে দুভাগ করে একভাগ রিচার্ডের হাতে তুলে দিলেন। রিচার্ডের মন থেকে প্রতিহিংসা ঘৃণা যেন উবে যেতে সুরু করল। মনটা হালকা হয়ে উঠলো। একটা পাখি এসে নির্ভয়ে বসলো রিচার্ডের পাশে। কোন ভয়ডর নেই কি আশ্চর্য। তার রুটির থেকে একটুখানি নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন পাখিটার দিকে। মহানন্দে রুটির টুকরোটা মুখে নিয়ে উড়ে গেল পাখিটা।

রিচার্ড চুপচাপ বসে রইলেন।

পাশাপাশি বসে রইলেন দুজনে অনেকক্ষণ।

সময় বয়ে চললো।

কোন কথা কেউ বললেন না। দুজনে মাঝে মাঝে চেয়ে রইলেন পরস্পরের দিকে, বুঝলেন অনেক কথা—কোন কথা না বলেও।

Scanned by: Golam Maula

অবশেষে অনেকক্ষণ পর রিচার্ড ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন তার কাহিনী, কিছু বাদ দিলেন না।

'তোমার মন ঘৃণায় কালো হয়ে রয়েছে,' জনি আপেলসীড বললেন। 'কিন্তু ওর বাবা আমাকে তার নিজের ছেলের মতো ভালবাসতেন, ওকে তারা খুন করেছে। আমার এলেনকে বিনাদোষে ধরে নিয়ে গেছে কোন অন্ধকারের মধ্যে। আমি কি করবো বলুন ?'

'তুমি তো মানুষ। অমানুষ তো নও। একই লালরক্ত বইছে তোমার শরীরে ওদের শরীরেও—মানুষের রক্ত।' আস্তে আস্তে রিচার্ডের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন জনি আপেলসীড।

'অজস্র খুন করেছি আমি। আমার মনটা পাথর হয়ে গেছে। কোন কিছুই এখন আর দাগ কাটতে পারে না আমার মনে। কি

Scanned by: Golam Maula

ভাবে শান্ত করবো নিজেকে—খুন করা ছাড়া আমার আর কি উপায় আছে বলুন ?'

'ঘটনা ঘটলে সবার মনই এরকম হয়। এককালে আমারও ঠিক তোমার মতন অবস্থা হয়েছিল। রেড ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে আমার মনেও তীব্র ঘৃণা ছিল। আমি তাদের পেছনে পেছনে লেগে থেকেছি, সুযোগ পেলেই খুন করেছি। মন হয়ে উঠেছে পাথর। পাপের বোঝা উঠেছে বেড়ে। একদিন শীতকালে তুষার পাতের মধ্যে পড়ে গেলাম। অজ্ঞান অবস্থায় বরফ চাপা হয়ে পড়ে রইলাম। একজন ইন্ডিয়ান এসে উদ্ধার করলো আমায়—বাড়ী নিয়ে গেল। তাদের আদর যত্নে শুশ্রূষায় বেঁচে উঠলাম আমি। বুঝতে পারলাম আমাদের সাদা মানুষদের মতো তারাও মানুষ—একই লালরক্ত বইছে তাদের শরীরে। আমার মনে হলো প্রত্যেক মানুষদের রক্তের মধ্যেই ঘৃণা আর ভালবাসা পাশাপাশি বাস করে।'

একটুকু চুপ করে রইলেন জনি আপেলসীড। রিচার্ড হাঁ করে শুনছিলেন তার কাহিনী।

আবার শুরু করলেন জনি, 'এরপর আমার মনের মধ্যে চললো প্রচন্ড আলোড়ন—অনেক চিন্তা চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো। এমন একটা দেশের কথা মনে হলো যেখানে সব জাতের মানুষ পাশা-পাশি বাস করবে। থাকবে না হিংসা দ্বেষ। এদেশ গড়ে উঠবে ঈশ্বরের দ্বারাতে নয়, গড়ে উঠবে মানুষের হাতে। গড়ে উঠবে সুখী শান্তিময় জীবন।

আমি তাই গ্রামগঞ্জে বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরে বেড়াই, আপেল বীজ ছড়াই আর ছড়াতে বলি। ভবিষ্যতের জন্য—আগামী মানুষদের জন্য সুখী জীবন আর সুমিষ্ট ফল রেখে যেতে চাই। প্রত্যেককেই বলি শান্তিতে থাক, নিজেদের এবং অন্যদের জীবনকে মধুময় করে তোলো।

'আপনার বেলায় এরকম হয়ত হয়েছে,' রিচার্ড বললেন, কিন্তু আমার ব্যাপারটা অন্য রকম। আমার একটি মাত্র প্রিয় জিনিস ছিল আমার স্ত্রী—তাকেই নিয়ে গেছে ওরা। আজ আমার সবসময় নিঃসঙ্গ মনে হয়। আমি একেবারে জমাট পাথর হয়ে গেছি।'

'কিন্তু তুমি যদি আমার কথা শুনতে চাও রিচার্ড—'

'ঠিক আছে, আপনি যা বলবেন তাই শুনতে রাজী আমি।'

'আমি বলছি তুমি সেই সুন্দর দেশ কেনটাকে ফিরে যাও। যেখানে

Scanned by: Golam Maula

তোমার বাড়ী ছিল সেখানে খুব সুন্দর করে নতুন একটা মস্ত বাড়ী তৈরী করো। আর এই আপেলবীজগুলো নিয়ে যাও। তোমার নতুন বাড়ীর চারপাশে ভাল করে ছড়িয়ে দিয়ো। তারপর আবার চাষের কাজকর্ম শুরু করো। যতদিন না সবুজ আপেল গাছে চারপাশটা না ঢেকে যায়—অপেক্ষা করো ততদিন।'

'আপনি আমাকে ওখানে ফিরতে বলবেন না। সাথীহারা নিঃসঙ্গ মানুষের পক্ষে একা একা বাড়ীতে বাস করা অসহ্য, আমার পক্ষে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোই ভাল।'

'না রিচার্ড আমি বলছি তুমি বাড়ী ফিরে যাও। অনেকতো ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছো—এখন ওখানে থিতু হয়ে অপেক্ষা করো'—স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন জনি আপেলসীড।

রিচার্ড হ্যামন্ড সত্যিই হয়ত খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন—হয়ত বা তার নিজের হাতে গড়া বাড়ী আর ক্ষেত বনজঙ্গলের জন্য প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। এতকাল পরে তিনি সুদূর পশ্চিম থেকে পুবের দিকে মুখ ফেরালেন।

মাইলের পর মাইল পথ হেঁটে তিনি ধীরে ধীরে ফিরে চললেন কেনটাকে।

জনি আপেলসীডের কাছ থেকে পাওয়া আপেলের বীজ ছড়াতে ছড়াতে কেনটাকের দিকে চলতে লাগলেন তিনি।

দীর্ঘ দিন পরে যাত্রা শেষে পেঁছিলেন বুনের বাড়ীতে। বন্দুক আর বারুদের থলে ঝুলিয়ে রাখলেন দেওয়ালে। তারপর চুল্লীর পাশে বুনের কাছে গিয়ে বসলেন তিনি।

'কেমন আছ রিচার্ড? আবার কি এখানে থাকবার জন্যই ফিরে এলে?'—বুন জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ ড্যানিয়েল, থাকার জন্যই ফিরে এলাম। এখানেই থাকব আমি।' জবাব দিলেন রিচার্ড।

Scanned by: Golam Maula

পুরোনো ধ্বংসস্তূপের উপর নিজের হাতে বাড়ী তৈরী করতে শুরু করলেন রিচার্ড। অদ্ভুত সুন্দর উঁচু বাড়ী। অত চমৎকার বাড়ী আজকাল আর চোখে পড়ে না।

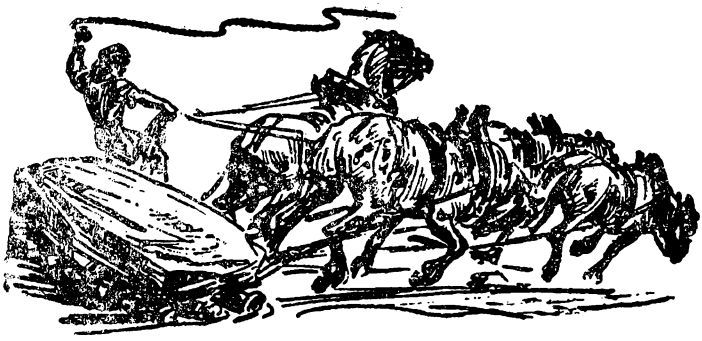

জঙ্গলে সবচেয়ে উঁচুমাথা বিশাল গাছের গায়ে কুড়োলের ঘা পড়ল। মাথা নত করে মাটিতে আছড়ে পড়লো বিরাট গাছগুলো। বড় বড় পথরের চাঙ কেটে কেটে জমা করা হলো। তারপর ঘোড়া লাগিয়ে গাড়ের গুঁড়ি আর পাথরের চাঙ বয়ে আনা হলো। গাছের গুঁড়িগুলো দিয়ে তৈরী হলো ঘরের খুঁটি আর পাথর দিয়ে দেয়াল।

দেখতে দেখতে বিরাট বিরাট ঘর উঠে গেল। এতো মস্ত ঘর বাড়ী যে কয়েকটা হরিণ রান্না করে বিশাল ভোজ দিলেও কোন অসুবিধা হতো না। তারপর বাড়ীর চারপাশে সেই আপেলের বীজগুলো ছড়িয়ে ছিলেন।

গ্রামের আর সবাই এসে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি হে রিচার্ড, বাড়ীর চারপাশে কি বুনছ ?'

Scanned by: Golam Maula

আপেলের বীজ, জনি আপেলসীডের একটা নির্দেশ মানছি, অন্য কিছু না।' হাসতে হাসতে উত্তর দেন রিচার্ড।

ওর অনুরোধ মতো সব কাজ করতে পেরেছেন দেখে মনের মধ্যে এক অদ্ভুত উত্তেজনা আর আনন্দ বয়ে গেল আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার। তিনি হাসতে ভুলে গিয়েছিলেন, কিন্তু এখন তার মুখে ফুটে উঠলো প্রশান্ত হাসি।

সবাই ভাবলো, কি হলোরে বাবা লোকটার। একেবারে ঘরকুনো হয়ে পড়লো রিচার্ড। একটু কানাকানি ও গুজবও ছড়ালও। কিন্তু আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা কোন কিছুতে কান দিলেন না।

লোকে যা ভাবে ভাবুক।

তিনি নিজেকে চেনেন—তিনি চুল্লী কোলে করে আরামে শুয়ে থাকার ঘরকুনো লোক নন্। তিনি অপেক্ষা করবেন। জনি আপেলসীডকে কথা দিয়েছেন।

একদিন বুন এসে আবার বিয়ে করে ঘরসংসারী হবার অনুরোধ জানাল তাকে। এভাবে একা একা বাড়ীতে দিন কাটালে কোন কাজে মন বসবে না। প্রাণে শান্তি আসবে না একথাও বললেন।

'আমি কথা দিয়েছি, আগে আপেলের গাছ বড় হোক তার পর এসব কথা ভাবা যাবে।' বললেন রিচার্ড।

যদিও আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার পক্ষে এভাবে কাল কাটানো অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, তবুও নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি। এভাবে অপেক্ষা করতে পারার একটিই কারণ ছিল—কেননা তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের কাজের লোক। যে কাজ করবেন বলে মনে করতেন তা যতই কষ্ট হোক তিনি শেষ করতেনই। সেই প্রথম থেকেই—যখন একা একা ভবঘুরের জীবন কাটিয়েছেন তখন থেকেই পরিশ্রম বা কষ্টর চেয়ে কাজটাই তার কাছে বড় হয়ে উঠতো।

আরো অনেকদিন কেটে গেল। তবু রিচার্ড অপেক্ষা করে রইলেন। অনেক পরিবর্তন তার চোখের সামনে দিয়ে গেল—কিন্তু তিনি পরিবর্তিত হলেন না।

কাজ নিয়ে মেতে উঠলেন তিনি—চাষের কাজ—বাড়ী তৈরীর কাজ। কিন্তু কিসের জন্যে এসব করছেন—তা চিন্তা করতেন না।

একঘেয়েমী কাটাবার জন্য আবার মাঝে মাঝে শিকারে বের হতে লাগলেন। চমৎকার নিখুঁত ভাবে পশুদের চামড়া ছাড়াতে পারতেন

Scanned by: Golam Maula

তিনি এভাবে চামড়া ছাড়ানোর কায়দা তিনি রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে শিখেছিলেন। নানা জন্তুর লোমওয়ালা সুন্দর চামড়া দিয়ে তিনি ঘরবাড়ী সাজালেন। কোনোটা মেঝেতে পাতলেন কোনোটা দিয়ে দেয়াল সাজালেন।

রিচার্ড ভাল ছুতোর কারিগর ছিলেন না, তবু ছুড়ি কুড়োল করাত দিয়ে চমৎকার টেবিল চেয়ার বেঞ্চ তৈরী করলেন। শোবার জন্য তৈরী করলেন ভারী সুন্দর একটা খাট। শিকারের মাংস এক টুকরোও তিনি মুখে দিতেন না। সেইসব মাংসের বিনিময়ে সংগ্রহ করলেন যাবতীয় গৃহস্থালীর তৈজসপত্র। কেটলি-থালা-বাটি-ডিস-গেলাস।

বাড়ীঘর সাজানো হয়ে গেল। তবু অপেক্ষা করতে লাগলেন রিচার্ড। অপেক্ষা করতে লাগলেন সেই শান্তির দূত জনি আপেলসীডের জন্য।

Scanned by: Golam Maula

ছড়ানো বীজের দিকে চেয়ে থাকতেন তিনি কবে অঙ্কুর বেরোবে। সবুজ পাতায় ভরে যাবে চারদিক।

একদিন সকালে উঠে দেখেন বীজ থেকে অঙ্কুর বের হলো। সাদা ধবধবে—তুষারের মতো। রিচার্ডের মনে হতে লাগলো একদিন হয়ত সমস্ত দেশ বন জঙ্গল ভরে যাবে সুমিষ্ট ফলের গাছে—এই গভীর বন আর থাকবে না। চারদিকে বিরাজ করবে শান্তি—সবাই সুখে শান্তিতে বিরাজ করবে—কোন জাতির মধ্যে থাকবে না রেষারেষি হিংসা দ্বেষ। চারদিকে থাকবে আপেল গাছের বাগান। পাকা পাকা আপেলে নুয়ে পড়বে ডালগুলি। জানি আপেলসীডের বীজ থেকেই জন্মাবে গাছগুলো—প্রীতির বাঁধনে বাঁধবে সবাইকে।

এই সময়টাই ছিল রিচার্ডের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়—তার মন থেকে ঘৃণা হিংসা একদম চলে গিয়েছিল। মনে ফিরে এসেছিল শান্ত ভাব।

দেখতে দেখতে কয়েকদিন পরে সমস্ত বীজ থেকেই চারা বের হলো। ছোট ছোট ঘন সবুজ চারায় ভরে গেল চারদিক। সবুজ ঘাসের মতো ছেয়ে গেল বাড়ীর চারপাশ। রিচার্ডের মন শান্ত হয়ে গেল, রাত্রিতে অনেককাল পর অঘোরে ঘুমালেন তিনি।

এরপর অবশ্য রিচার্ডের পক্ষে অপেক্ষা করা আরো কঠিন হয়ে দাঁড়াল। দিনের পর রাত আসে রাতের পর দিন। দেখতে দেখতে গরম কাল এসে গেল। নিজের হাতে চাষ করা ফসল কেটে ঘরে তুললেন। গম ভাঙ্গিয়ে বস্তা বস্তা আটা মজুদ করলেন। বন থেকে থলে করে নানা রকমের বাদাম কুড়িয়ে এনে ভাঁড়ারে তুললেন।

তখন সারা কেনটাকে রিচার্ডের মতো এতো সুন্দর আর গোছানো বাড়ী আর একটাও ছিল না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা সারাদিনের কাজকর্ম করার পর বাইরের বারান্দায় বসে আছেন রিচার্ড। হঠাৎ তার নজরে পড়লো জঙ্গলের মধ্য থেকে কারা যেন এগিয়ে আসছে। আরেকটু কাছে এলে দেখেন একজন পুরুষ আর একজন মহিলা।

লোকটির মুখেভরা দাড়ি গোঁফ। গায়ে ফতুয়া, খালি পা। কাঁধে একটা ঝুলি আর কোলে একটা ফুটফুটে শিশু।

লাল চামড়া আর সাদা চামড়ার মানুষরা আজ যখন পাশাপাশি বাস করছে—তাদের এসব পুরোনো কথা কিছুই মনে নেই—ভুলে গেছে

Scanned by: Golam Maula

তারা। জনি আপেলসীড কেমন করে আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার সন্ধান পেয়েছিলেন।

কেমন করে পেয়েছিলেন সেকথা বলা কঠিন। পেয়েছিলেন যে এইটাই বড় কথা। হয়ত পাখি বা জন্তুরাই তাকে এর হদিশ দিয়েছিলো। পাখিরাই তো তাকে মুখে করে আপেলের বীজ এনে দিতো, আগামী কালের মানুষদের সুখ শান্তির জন্য—উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য।

কতকাল পরে দেখা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে। কতো দুর্যোগ ঝড়-ঝাপ্টা অতিক্রম করে তাদের মিলন হলো। কত কথা যে জমে ছিল। কথার পাহাড়—শেষ নেই।

শুরু হলো দুজনের কথা—অবিশ্রান্ত বয়ে চললো কথার স্রোত—শেষ আর হতে চায় না। এদিকে জনি আপেলসীড বাচ্চাটাকে নিয়ে আপন মনে খেলা করছেন। দুজনের বয়সের বিস্তর ফারাক, কিন্তু মনের দিক থেকে দুজনেই এক।

তারা কেমন করে ধন্যবাদ জানাবেন জনি আপেলসীডকে, সহজ কাজ ছিল না সেটা। তারা সে কথা বলার মতো কোন ভাষাই খুঁজে পেলেন না। তারা তো এতকাল কথা কম বলে কাজের মধ্য দিয়ে সব কিছু প্রকাশ করতেন, দেখাতেন। আজ এতবড় কাজকে কথা দিয়ে কেমন

Scanned by: Golam Maula

করে প্রকাশ করবেন। যে ঋণের বোঝা জনি আপেলসীড তাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে গেলেম—তা তারা শোধ করবেন কি করে। এ ঋণ তো শোধ দেবার মতো নয়—এ কোনদিন শোধ দেওয়া যায় না।

তারা তাকে থেকে যেতে অনুরোধ জানালেন। অন্ততঃ রাত্তিরটা কাটিয়ে যাওয়ার জন্য বারবার করে বললেন তারা। কিন্তু মাথা নাড়লেন তিনি। কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন—'এখনো যে অনেক বীজ ছড়ানো বাকি। সামনে সুদিন আসছে। সবাই মিলে পশ্চিমে এগোচ্ছে এখন। যেতে হবে সেখানে।'

তিনি বাচ্চাকে আদর করে বীজের ঝোলাটা কাঁধে তুলে নিলেন। মৃদু হেসে বেরিয়ে পড়লেন পথে। এলেন আর রিচার্ড সজল দৃষ্টিতে হাত তুলে বিদায় জানালেন তাকে। তাকিয়ে রইলেন যতক্ষণ না তিনি মিলিয়ে যান মনের গভীরে। জনি আপেলসীড এইভাবে ধীরে ধীরে অজানায় মিলিয়ে গেলেন। আর কখনও দেখা হয় নি ওঁর সাথে। হারিয়ে গেলেন তিনি চিরদিনের জন্য।

এই জন্যই আমি যখনই আপেল খাই—বীজ নষ্ট করি না, জমিয়ে রাখি। আমার বাবাও তাই করতেন। তার বাবার বাবা আর তার বাবাও ঠিক এই একটাই কাজ করতেন। তারপর সারা বছরের জমানো বীজ মার্চ এপ্রিল মাসে ছড়িয়ে দিই।

কাজটা শক্ত নয় মোটেই। তোমরা যে কেউ ইচ্ছে করলে একাজ করতে পার। অতি সহজ কাজ। কোন বীজ থেকে হয়ত বীজ গজাবে কোনটা থেকে হয়ত গজাবে না—তাতে কিছু আসে যায় না।

এই বীজ ছড়ানো মানেই হলো জনি আপেলসীডের বাণীকে ছড়িয়ে দেওয়া। সবাইকে ভালবাসায় বাঁধা। আগামী ভবিষ্যতকে সুন্দর করার চেষ্টা করা।

Scanned by: Golam Maula